

আজই চাকরিহারাদের সঙ্গে কথা বলবেন সরকারের প্রতিনিধি : শিক্ষামন্ত্রী



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মে : আজ সোমবার আন্দোলনকারী চাকরিহারা শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলবেন সরকারের প্রতিনিধি। ‘শিক্ষকরা যে চিঠি দিতে চেয়েছেন সঠিক পদ্ধতিতেই তা গ্রহণ করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। রবিবার একথা জানানেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, চাকরিহারা

শিক্ষকদের প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল। চাকরিহারা শিক্ষকরা নিজেদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে লাগাতার আড়ে দালন চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিন শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, চাকরিহারাদের মধ্যে তিনটি পক্ষ রয়েছে। তাদের কেউ, কেউ আন্দোলন করছেন, একাংশ সরকারের উপর ভরসা করছেন। আবার অন্য অংশ আন্দোলনেই নেই। ব্রাত্য বলেন, সরকার চাকরিহারা সব শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সরকার সহযোগীতা করতে চাইছে। যদি ওঁরা আলোচনা করতে চান তাহলে, ঠিক পদ্ধতিতে চিঠি দিন। ওঁরা একটা কথা বলেছে, আমরা শুনেছি। আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আগমিকাল (সোমবার) কেউ না কেউ যোগাযোগ করবেন। যে চিঠি দিতে চেয়েছেন সঠিক পদ্ধতিতে তা গ্রহণ করতে দপ্তরের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। চাকরিপ্রার্থীরা আগে ই-মেল করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। আগামী সোমবারের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি করেছিলেন তাঁরা। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা। সেই বিষয়ে আজ ব্রাত্য জানান, আমি একাধিকবার ওঁদের সঙ্গে বসেছি। চিঠিতে উল্লেখ নেই কেন ওঁরা বসতে চেয়েছেন। তবে সরকারের পক্ষ থেকে সোমবার যোগাযোগ করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টের এক কলমের আঁচড়ে বাতিল এসএসসির ২০১৬ সালের প্যানেল। চাকরি হারিয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী। গোটা প্যানেল বাতিল করে চলতি বছরের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। যদিও নতুন করে ফের পরীক্ষা দিতে নারাজ চাকরিহারাদের একাংশ। ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশের দাবিতে সরব তাঁরা। বিকাশ ভবনের সামনে একটানা ১৯ দিন ধরে চলছে ধরনা। যদিও শুক্রবারই কলকাতা হাই কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে বিকাশ ভবনে নয়, সেন্ট্রাল পার্কের সুইমিং পুল লাগোয়া অঞ্চলে চলবে চাকরিহারাদের আন্দোলন। পর্যায়ভিত্তিকভাবে সর্বোচ্চ ২০০ জন অবস্থান বিক্ষোভ অংশ নিতে পারবেন বলে জানিয়েছে আদালত। হাই কোর্টের নির্দেশের পর শনিবার চাকরিহারারা জানান, আইনকে সম্মান জানিয়ে বিকাশ ভবনের সামনে থেকে উঠছে ধরনা। তাঁদের কথায়, শুধু অবস্থানের জগাফাটা বদল করলে আন্দোলন চলবে। আইনকে সম্মান জানিয়ে এই সিদ্ধান্ত বলেই জানান তাঁরা।

ছেলেকে ত্যাজ্য করলেন লালু!

পাটনা, ২৫ ম : ভোটের মুখে বিহারের রাজনীতিতে আলোড়ন। বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদবকে আরজেডি থেকে তাড়িয়ে দিলেন লালুপ্রসাদ যাদব। শুধু দল থেকেই নয়, পরিবার থেকেও বড় ছেলেকে ত্যাজ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরজেডির প্রতিষ্ঠাতা। যাদব পরিবার সূত্রে খবর, দলীয় শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক অনুশাসন না মানায় তেজপ্রতাপকে বহিস্কার করা হয়েছে। লালু মনে করছেন, তেজপ্রতাপের কার্যকলাপে দল এবং পরিবার দুই ক্ষেত্রেই লালুর্মিত নষ্ট হচ্ছে। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমরা বড় ছেলের আচরণ, দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড কারখানা আমার পরিবারের মূল্যবোধের বিরোধী। তাই সর্বদিক তেবে চিন্তে আমি ওকে দল এবং পরিবার থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন থেকে দলেও ওঁর কোনও ভূমিকা থাকবে না। পরিবারেও থাকবে না। ছ’বছরের জন্য ওকে দল থেকে বরখাস্ত করা হল। আসলে লালুর বড় ছেলে বরাবরই বিতর্কিত। দলের অনুশাসন কোনওদিনই মানেন না। মাঝে মাঝেই বিতর্কিত কারণে শিরোনামে থাকেন। যার ফলে দলকে বরাবর অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। সদাই এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন তেজপ্রতাপ। শনিবার তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে একটি পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, তিনি ১২ বছর ধরে এক যুবতীর সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন। প্রোফাইলে ‘এ রিলেশনশিপ’ স্টেটাস দেওয়া হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই পোস্ট মুছে ফেলা হয় এবং তেজপ্রতাপ দাবি করেন, তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ‘হ্যাক’ করা হয়েছিল। তারপরই লালু ওই বিস্ফোরক বার্তা ছেলেকে দল থেকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন। তেজপ্রতাপ অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই আরজেডির মূল সংগঠন থেকে দূরে। একটা সময় ভাই তেজস্বীর সঙ্গে দলের ‘নিয়ে দ্বন্দ্ব’ও ছিল তাঁর। কিন্তু লালুর আশীর্বাদ বরাবরই ছিল তেজস্বী যাদবের দিকে। ভাইয়ের কাছে পরাজিত হয়ে তেজপ্রতাপ মূল সংগঠন থেকে দূরে সরে যান। কখনও তাঁকে নাটকে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে, কখনও সিনেমায়া হাত পাকানোর চেষ্টা করেছেন, তবে সমান্তরালেভাবে রাজনীতিতেও চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এবার সেই সুযোগটুকুও কেড়ে নেওয়া হল। চলতি বছরই বিহারে ভোট। ফলে তেজপ্রতাপের বহিস্কার যে বিহার ভোটের ইস্যু হতে চলেছে তাতে সংশয় নেই। কিন্তু কোন শিবিরের লাভ হবে, সেটা নিয়ে এখনও অশুষ্কতা রয়েছে।

ভোটের আগে এনডিএ-তে টানা পোড়েন! মোদীর বৈঠক ছাড়লেন নীতীশ

নয়াদিল্লি, ২৫ মে : বিহার নির্বাচনকে ঘিরে রাজনীতির উত্তাপ ক্রমেই বাড়েছে। এরই মধ্যে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনডিএ মুখ্যমন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দেখা গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীরা। উদ্দেশ্য ছিল জোটের একা তুলে ধরা ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক আরও সুসংহত করা। কিন্তু সেই বৈঠকের মাঝপথেই হঠাৎ করে বেরিয়ে যান বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার যা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। বিহার নির্বাচনের আগে বিজেপি ও তার মিত্রদের কাছে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। দিল্লির অশোকা হোটেলের আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক শীর্ষ

নেতৃত্ব। পরিকল্পনা ছিল, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো এবং জাতি ভিত্তিক জনসুমাির নিয়ে প্রস্তাব



গ্রহণ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে নীতিগত সমন্বয় সাধন এবং নির্বাচনের আগে জোটের মধ্যে একোত্র বার্তা দেওয়ার জন্যই এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছিল। তবে তার মাঝেই

নীতীশ কুমারের আচরণ ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্র অনুযায়ী, উঠকের কিছুটা সময় কাটার পরেই নীতীশ কুমার ছেড়ে বাইরে চলে

নোতা বিনোদ তাওড়ে নিজে গোট এগিয়ে এসে নীতীশ কুমারকে বিদায় প্রার্থনা, যা আবার এক অন্য ব্যাড়া যোগ করেছে এই ঘটনাকে ঘিরে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও একটি বিষয়কে জুড়ে দিচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা-সেই হল, নীতীশ কুমার, আগের দিন নীতি আয়োগের বৈঠকেও অনুপস্থিত ছিলেন। পরপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তার এই ভূমিকা জোটের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এনডিএ-তে ফের যোগ দেওয়ার পর থেকেই নীতীশ কুমারকে নিয়ে বিজেপির ভিতরে নানা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই কংগ্রেস-আরজেডি জোট ছেড়ে তিনি আবার এনডিএ-তে ফিরেছিলেন, কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল ‘গদি রক্ষার’ বিষয়টি। কিন্তু এবার বিহার নির্বাচনে বিরোধীরা জাতি ভিত্তিক জনগণনাকে বড় ইস্যু করতে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে নীতীশ কুমারের অবস্থান কী, তা

স্পষ্ট নয়। এই ধরনের পরিস্থিতি অনেক সময় আগাম সংকেত হয়ে থাকে রাজনৈতিক ভাঙনের। যদিও বিজেপি কিংবা জেডিইউ-র তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মতামত প্রকাশ করা হয়নি, তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভবিষ্যতে এনডিএ-তে ভাঙন ধরা অস্বাভাবিক নয়। নীতীশ কুমার যেভাবে বিভিন্ন সময়ে জোট বদলে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান দুড় করার চেষ্টা করেন, তা একদিকে তাঁকে ‘পলিটিক্যাল সাবাইভা’র নীতিচর্চায় পরিচিত করেছে, আবার অন্যদিকে আস্থার অভাবও তৈরি করেছে তাঁর মিত্রদের মধ্যে। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিহার নির্বাচনের আগে নীতীশ কুমারের আচরণ ও এনডিএ-র ভেতরে সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয়, তার দিকে নজর রাখছে গোটা দেশ। এই বৈঠকের পরবর্তী ধাপেই হয়তো মিলবে বাস্তব রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত।

বঙ্গে নতুন করে কোভিড আক্রান্ত চার আমরা প্রস্তুত রয়েছি : চন্দ্রিমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মে : আতঙ্ক বাড়িয়ে ফের বঙ্গে কোভিড সংক্রমিতের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় আরও বেশ কয়েকজনের শরীরে মিলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নতুন করে ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট কোভিড রোগীর সংখ্যা ১১১। তাঁরা সকলেই সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। চিকিৎসকদের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন সকলে। শ্বাসকষ্ট-সহ অন্যান্য উপসর্গের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে, যাতে বোঝা যায় করোনা ভাইরাস আদতে তাঁদের শরীরে কতটা প্রভাব ফেলেছে। শনিবার পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড রোগীর সংখ্যা ছিল ৭১। তাঁদের মধ্যে দু’জন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আর রবিবার স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, মোট ১১ জনের শরীরে মিলেছে কোভিডের নতুন ভারিয়েট। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের শরীরে নতুন করে করোনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। RT-PCR পরীক্ষায় তাঁদের রিপোর্ট কোভিড পজিটিভ এসেছে। তাঁরা বেলেঘাটাই আইডি, এনআরএসএর মতো সরকারি হাসপাতাল ছাড়াও বেসরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন বলে খবর। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির এহেন চিত্র দেখে বিশেষজ্ঞ মহলের মত, পুনরো কোভিড বিধি ফিরতে চলেছে। জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি ব্যস্ক ও শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকা মানুষজনের জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

দেশেও করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত। দিল্লি, কেরলে ইতিমধ্যেই কোভিড বিধি জারি হয়েছে। বাংলায় অবশ্য ততটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নয়। প্রশাসনের তরফে বারবার জানানো হয়েছে, নতুন করে করোনার ডেউ এলে তা মোকাবিলায় সর্বকমভাবে প্রস্তুত। অথথা আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, করোনা আমাদের জীবনে অন্যান্য রোগের মতোই স্বাভাবিক হয়ে গেল। নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনার নয়া ভারিয়েট। সম্প্রতি মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের ২ জনের শরীরে মিলেছে ভাইরাস। তাতে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে ভয় বাসা বাঁধছে কমবেশি সকলের মনেই। তবে এদিন রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাফ জানানলেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। মাস্ক, স্যানিটাইজার, সামাজিক দূরত্ববিধি, কোয়ারেন্টাইন। ২০১৯ সালের শেষদিকে থেকে এই শব্দগুলির সঙ্গে অভ্যস্ত প্রায় সকলে। কারণ, সেই সময় চিন থেকে ছড়িয়ে পড়ে মারণ করোনা ভাইরাস। যার কবলে পড়ে গোটা বিশ্বে ৭০ লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। সেই দুঃসহ সময় কাটিয়ে স্বাভাবিক ছুদে ফিরেছে গোটা দেশ। তবে তারই মাঝে ফের অশনি সংকেত। আবারও দেশজুড়ে বাড়ছে কোভিড। নতুন ভারিয়েটের ফলে বাড়ছে সংক্রমণ। কর্নাটক, তামিলনাড়ু, গুজরাট, দিল্লি,



হরিয়ানা, রাজস্থান এবং সিকিমে মিলেছে আক্রান্তের খোঁজ। সম্প্রতি বাংলার মগরাহাট মেলে আক্রান্তের হদিশ। ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলা সূত্রে জানা যায়, মাঝেমধ্যেই জেলার বিভিন্ন ব্লকে সাধারণ মানুষের থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। সেই নমুনা পরীক্ষাতেই প্রায় সপ্তাহখানেক আগে মগরাহাটের ২নম্বর ব্লকের ওই দু’জনের কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে। রবিবার রাজ্যে আরও বেশ কয়েকজন কোভিড আক্রান্তের হদিশ মিলেছে বলেই খবর। তবে রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চাঁদ্রিমা ভট্টাচার্য সাফ জানানলেন, কোনও কারণ নেই। মন্ত্রীর কথায়, সর্বদিকে নজর রাখা হচ্ছে। তবে সকলকে সাবধান করতে হবে। আমরা প্রস্তুত আছি। একমাত্রের দেখে নিন করোনার উপসর্গ-উপসর্গগুলি হলঃ খর, সর্দি, গলা স্বালা, মাথা ব্যথা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, গাটে গাটে ব্যথা, পেশিতে ব্যথা, গ্যাস, অঙ্গপের সমস্যা।

তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার ছক জঙ্গিদের! হুমকি ইমেল নিরাপত্তা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ২৫ মে : ফের বোমাতঙ্ক তাজমহলে। কর্তৃপক্ষের কাছে বোমা বিস্ফোরণে তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইমেল আসে। মেল পাওয়ার পরই তাজমহলের নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। রবিবার এই খবর প্রকাশিত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তাজমহল চত্বরের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালালেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। সার্বক শঙ্কর নামে অস্ত্রা্তপরিচয় এক ব্যক্তির নামে কেরল থেকে ওই মেলেটি করা হয়েছিল। মেল আসার পরই গোটা চত্বর ফাঁকা করে দেওয়া হয়। সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পর্যটকদের। আধাসেনা ও পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে রেখে প্রায় ২ জন। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে প্রথমবার তৃণমূলের হয়ে ভোট উড়িয়ে করেন নাসিরুদ্দিন আহমেদ ওরফে লাল দা। সেবার জিতেও যান তিনি। কিন্তু ২০১৬ সালে ভোটের লড়াইতে জিততে পারেননি। ২০২১ সালে ফের তাঁর উপরই ভরসা করে দল। এবারও জেতেন তিনি। তবে বয়সজনিত কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মৃত্যু হয় তাঁর।

বাড়তি আধাসেনার জওয়ান। আগ্রা সিটির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সোমন কুমার বলেন, মেল আসার পরই গোটা এলাকা ফাঁকা করে ৬ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়। তবে তেমন কিছু



আধিকারিকরা। এরই মধ্যে ফের ভুয়ো মেলে তাজমহল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হল। তবে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। এদিকে পঞ্জাবের পাটিয়ালায় রবিবার কালী মাতা মন্দির পরিদর্শন করলেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেছেন, মন্দির কমিটির দু’টি দাবি উল্লেখ করা হয়েছে। সেতুর কাজও শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, আমরা উত্তর ভারতের অত্যন্ত সম্মানিত মন্দির, মাতৃদেবীর মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে এসেছি। পঞ্জাব এবং সমগ্র অঞ্চল থেকে ভক্তরা এখানে আসেন, বিশ্বাস করেন তাদের ইচ্ছা পূরণ হবে। আজ, আমরা ও পঞ্জাবের অগ্রগতি, দেশের উন্নয়ন এবং সকল পরিবারের মঙ্গল, সুখ এবং সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করতে এসেছি।

সমবায় নির্বাচন ঘিরে উত্তাল দৌলতাবাদ, দফায় দফায় সংঘর্ষ, রাস্তায় রক্ত, র‍্যাফ মোতায়েন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ মে : মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ এলাকায় সমবায় নির্বাচন ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল। শনিবার সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হতেই উত্তেজনার সূচনা হয়। অভিযোগে, শুরু থেকেই ভোট কেন্দ্রগুলিতে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। তবে উত্তেজনা এতটাই চরমে পৌঁছয় যে, উর্দিধারীদের গায়েও হাত তুলতে ছাড়েনি উভয় পক্ষের কর্মীরা। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয় প্রশাসন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, তৃণমূলের পক্ষ থেকে একাধিক বৃথ দখলের চেষ্টা করা হয়। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করতই বাম ও কংগ্রেস কর্মীদের পরিস্থিতি হুমুসে নেই। দু’পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ক্রমে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা বড় আকার নেয়, রাস্তায়

ঘনিয়ে পড়ে সংঘর্ষ। সংঘর্ষের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দৌলতাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইটবৃষ্টি। কয়েকজন

বনেন, ভোট তো উসব হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে তো প্রাণ নিয়ে দৌলতাবাদ থানার বিশাল পুলিশ পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিরোধীরা ভোটের হার নিশ্চিত বুঝেই অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, বাম ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভিযোগ, শাসকদল পুলিশকে ব্যবহার করে ভোট লুটের চেষ্টা চালাচ্ছে। তাঁরা জানান, বুধে ঢুকতে দেওয়া হয়নি আমাদের এজেন্টদের, পুলিশও নির্বাক ছিল। আমরা প্রতিবাদ করতেই হামলা হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। এলাকায় কীভাবে এত বড় সংঘর্ষ হতে পারল, কেন আগে থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রাখা হয়নি, তা নিয়ে স্ফোত প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সার্বিকভাবে, দৌলতাবাদে সমবায় নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর উপর এক বড় প্রশ্ন তুলে দিল, তা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই। ভোটের নামে হিংসা, দখলদারি ও সংঘর্ষের এই প্রবণতা ভোটারই ভয়ে বুথের আসতে রাজি হননি। যারা ভোট দিতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। অনেকে



পুলিশ কর্মী আহত হন। এমনকি, এক অফিসারের উপর শারীরিক হামলার অভিযোগও উঠেছে। এই অবস্থায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত নামানো হয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‍্যাফ)। তাঁদের উপস্থিতিতে শুরু হয় লাঠিচার্জ এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেক ভোটারই ভয়ে বুথের আসতে রাজি হননি। যারা ভোট দিতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। অনেকে

ক্লাবের সামনের মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে হামলা ও মারধর এক যুবককে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর ক্লাবের সামনের মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে হামলা,নরেন্দ্রপুরে এক যুবককে মারধর ও ক্লাবে ভাঙচুর, আতঙ্কে এলাকার মানুষ। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রাজপুর সোনাপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের গড়াগাছা এলাকায় মাঠের দখলকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। ক্লাবের মধ্য এক যুবককে ভয় দেখানো ও মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আক্রান্ত যুবকের নাম সঞ্জয় নন্দর। অভিযোগ, ক্লাবের মধ্যেই রাতের অন্ধকারে তাকে আগ্রোয়ন্ত্র মুখে ঢুকিয়ে ভয় দেখানো হয় এবং এর পর ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করলে গুরুতর আঘাত হন তিনি। ঘটনার পরেই সঞ্জয় নন্দর নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আর অভিযোগের পরেই পুলিশ তদন্তে নেমে রবিবার বেলায় বাগ্না গৃহহিত ও রা়ুজ পাইক নামে দুইজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও সাত রাউন্ড কার্তুজ। এই ঘটনার বিষয়ে ক্লাবের সম্প্রদায়ক অমিত হালদার রবিবার বলেন,ক্লাবের সামনে থাকা মাঠটি দখল করার উদ্দেশ্যে কিছু লোকজন মাপ জোক্ত শুরু করে। ক্লাবের তরফে তাতে আপত্তি জানানো হলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়।আর তারই জেরে শনিবার রাতে ক্লাবের মধ্যে ঢুকে সঞ্জয় নন্দরকে মারধর করা হয়। শুধু তাই নয়,ক্লাবের ট্রফি, চেয়ার সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ভাঙচুর ও করা হয় বলে অভিযোগ। ধৃতদের রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।তবে পুরো পরিষিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলেও আশ্রুত করেছেন পুলিশ অধিকারিকরা।

বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের হাজিরা দেওয়ায় খামতি

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৫ মে :
আধার ভিত্তিক ফেজ বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের হাজিরা দেওয়ার ক্ষেত্রে খামতি, শিক্ষক চিকিৎসকদের উপস্থিতির হার কম, কলেজগুলিতে পরিকাঠামোগত ঘাটতির জন্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষার নিয়ামক সংস্থা জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ কতৃপক্ষকে প্রায় দুই কোটি টাকা জরিমানা করেছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে ২০ লক্ষ, এস এস কে এম কে ১৮ লক্ষ, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কতৃপক্ষকে ১৫ লক্ষ ছাড়াও এমবিবিএস পরীক্ষায় স্বচ্ছতার অভাব, রোগী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যে গমিল এর কারণে এন আর এস হাসপাতালকে সবচেয়ে বেশি বাইশ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের মৃত ১ আহত চার

শিল্পী দত্ত কোচবিহার ২৫ মে :
মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় একই পরিবারের চারজন। যার মধ্যে এক মহিলার ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে।



বিয়ের বাড়িতে নেমস্ত্রম খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একই পরিবারের চারজন সদস্য। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গৃহবধূরা। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের বড়কৈমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিবপুর চৌপাখি সংলগ্ন এলাকার শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। পরিবার সূত্রের খবর অনুযায়ী শোকসাদাঙ্গার শিয়ালভাঙ্গা এলাকায় বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যান মায় শীতলকুচার একই পরিবারের চার সদস্য। সেই বিয়ে বাড়িতে নেমস্ত্রম খেয়ে আসার পথে শনিবার ভোর রাতে শিবপুর

নির্বাচন কমিশন আইনি পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করায় জোর দিয়েছে

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৫ মে :
নির্বাচন কমিশন আইনি পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার উপরে জোর দিয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আজ অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে এই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সহ দেশের বিভিন্ন পেশাদারী আইনজীবীদের সঙ্গে তর্চিয়ার বৈঠক করেন। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, আইনি প্রক্রিয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশনের আইন সংক্রান্ত বিভাগের কর্মীদের দক্ষতা ও পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সব কাজকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার জন্যে একটি কার্যকরী লক্ষ্য স্থির করার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে অপর দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্না ও বিবেশ যোশীও উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা কামরা সংখ্যা বাড়ানোর দাবীতে শিয়ালদাহের দক্ষিন শাখায় ট্রেন অবরোধ

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৫ মে :
লোকাল ট্রেনে মহিলা কামরা সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে আবারো শিয়ালদহের দক্ষিন শাখায় ট্রেন অবরোধ নিত্য যাত্রীদের। শনিবার সকাল ৭.৪০ মিনিট থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিয়ালদাহের দক্ষিণ শাখায় দক্ষিণ বারাসাত রেল স্টেশনে কাছে ট্রেনের নিত্য যাত্রীরা ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। নিত্য যাত্রীদের অবরোধের জেরে শিয়ালদাহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচলে উপর প্রভাব পড়েছে। অবরোধের জেরে বিগ্নিত ট্রেন চলাচল। অবরোধের দের জেরে মথুরাপুর সহ একাধিক রেল স্টেশনে আটকে লোকাল ট্রেন।রেল অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশের আধিকারিকেরা। এক অবরোধকারীর অভিযোগ, ট্রেন বা জেনারেল কোচের সংখ্যা না বাড়ানায় প্রতিদিন প্রবল ভিড় হচ্ছে। ভিড়ে দাঁড়াতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। ভোর থেকেই ছড়োছড়ি, ধাক্কাধাক্কি চলে। এর আগেও মহিলা কামরা সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখায় একাধিক স্টেশনে ট্রেন অবরোধ করেছিল নিত্যযাত্রীরা। আরোো শনিবার রেল অবরোধের জেরে ভোগান্তির শিকার স্কুল , কলেজ ও অফিস যাত্রীরা। রেল পুলিশের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিক্ষোভ কারীদের সাথে কথা বলছে ।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা, দক্ষিণবঙ্গ-উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ২৫ মে :
আগামী কয়েক দিন রাজ্যের দুই বঙ্গ্বেই বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে চলেছে। দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও, ২৮ মে থেকে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও পার্শ্ববর্তী পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন অঞ্চলে ২৭ মে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। তার প্রভাবে ২৮ মে থেকে উপকূল সংলগ্ন জেলা-উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ২৯ মে থেকে দক্ষিণা, হাওড়া, হুগলি, বাউগ্রামসহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়বে। ৩০ মে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ৩১ মে পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত বজায় থাকবে, তবে অন্যান্য জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কমার সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে ২৮ মে থেকে পরবর্তী কয়েক দিন সমুদ্রে না যাওয়ার জন্য। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ২৮ মে থেকে আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে, সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ২৯ মে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শহরে ৩১ মে পর্যন্ত টানা বৃষ্টি চলতে পারে। কলকাতার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩১ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৫ থেকে ২৬ ডিগ্রির মধ্যে। উত্তরবঙ্গে ২৫ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, ২৯ মে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, অলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৩০ মে এই জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ৩১ মে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, এ বছর বর্ষা কেরালায় স্বাভাবিক সময়ের আট দিন আগেই, ২৪ মে প্রবেশ করেছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও বর্ষা

চাকরিহারাদের জন্য সেন্ট্রাল পার্কে ছাউনি তৈরির কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ মে :
হাইকোর্টের পরামর্শ মেনে প্রশাসনের তরফে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে ছাউনি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বিধাননগর পুরসভার তরফে শনিবার রাতেই বায়ো ট্রায়েল বসানো হয় আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য। এদিকে, আন্দোলনকারীরা সোমবার পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে বৈধে দিয়েছে ডেডলাইন। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে চাকরিহারারা।

চৌপতি সংলগ্ন এলাকায় এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী ভোররাতে রাস্তাঘাট একদম শুনশান ছিল হঠাৎ করেও ভয়াব্বর আগুোজে ঘুম ভেঙে যায় তাদের। তারা গিয়ে দেখতে পান একটি ছোট গাড়ি সজরে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারের একটি বড় গাছ। পরবর্তীতে গাড়িটি উল্টে গিয়ে পরে নয়ানজুলিতে। গাড়ির ভিতরে থাকা চালক সহ আরো চার সদস্য গুরুতর আহত হয়। এরপর শানীয়বাসীদারা দুমড়ে মুছড়ে থাকা গাড়িটি থেকে ওই পরিবারের গৃহবধূকে উদ্ধার করা হয়। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থার মধ্যে ছিলেন সেই গৃহবধূ। খবর পেয়ে তক্ষণাৎ শীতলখুচি থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে আহদের

উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে পাঠালে সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মাথাভাঙ্গা হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় পরবর্তীতে মমৃত চিকিৎসার জন্য আহত ব্যক্তিদের শিলিগুড়িতে সামান্তরিত করা হয়। মৃত গৃহবধূর নাম পাখি দাস। এই ঘটনায় পরিবারে শোখের ছায়া নেমে এসেছে। রবিবার দুপুর নাগাদ মৃত গৃহবধূর মরনা তদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই প্রসঙ্গে পরিবারের সদস্যরা বলেন – গতকাল সন্ধ্যার পর আমার ভাত্তা ভাত্তা বউ এবং আরো দুইজন বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণে মেতে ছিল। ওই গাড়িতে চালকসহ মোট পাঁচজন ছিল। সোমবার ভোর নাগাদ তারা খবর পান গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে পরবর্তীতে তারা গিয়ে দেখেন তাদের ভাত্তা বউ মারা গেছে এবং বাকিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজের স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য মাত্র ৫ মাস আগেই বিয়ে হয়েছে মৃতা পাখি দাসের। এই ঘটনার জেরে পুরো এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ ঘটনা স্থলে গিয়ে আহদের

হাওড়ার মর্ডান মঙ্গলাহাটে ভয়াবহ আগুন অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২৫ মে :
এবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হাওড়ার মর্ডান মঙ্গলাহাটের বিস্তিংয়ে, ৮টি ইঞ্জিনের ঘট্টা তিনেকের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আগুন। কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এতো বড়ো মঙ্গলাহাটে অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। হাট ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিয়ে আন্দোলনে নামার হুমকি ব্যবসায়ী সমিতির। রবিবার সকালে হাওয়ার মর্ডান মঙ্গলাহাট বিস্তিংয়ের চারতলায় একটি দোকানে আগুন লাগে। ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এই ঘটনায় ফের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এখানে পাশাপাশি বহু দোকান ও গোড়াউন রয়েছে। খবর পেয়ে দমকলের আটটি ইঞ্জিন এসে দ্রুততার সাথে কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এদিন খবর পেয়ে ছুটে আসে হাওড়া থানার পুলিশ। আসেন সিইএসসি’র কর্মীরা। এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মঙ্গলাহাটের এক ব্যবসায়ী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অশোকলাল রাই বলেন, কি করে আগুন লেগেছে জানা নেই। আমরা এখানেই ছিলাম। হঠাৎ শুনি আগুন লেগেছে। একটি দোকানেই প্রথম আগুন লাগে। এদিকে, দমকল সূত্রে জানা গেছে, বিস্তিংয়ের উপরের তলায় একটি রুমেই প্রথম আগুন লাগে। তবে আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসায় আর ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিলনা। হাওড়ার ডিভিশনাল ক্যারার অফিসার রঞ্জন কুমার মোঘ বলেন, হাটের বিস্তিংয়ের উপরের একটি ঘরেই আগুন লেগেছিল। মোট ৮টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। আমরা পিছন দিক দিয়ে শাটটার খুলে

দিয়েছি। পিছন দিক থেকে এবং নিচ থেকে জল দেওয়া হয়। আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। কোনও হতাহতের ঘটনা নেই। কি কারণে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ রায়। তিনি বলেন, কি করে আগুন লেগেছে তা দমকল, পুলিশ, প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে। যদি মালিকদের কোনও দোষ বা গাফিলতি থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইলেকট্রিক শর্ট-সার্কিটের জন্য এইরকম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যত্রতত্র বিদ্যুতের লাইন লাগানো হয় নানাতাবে। বিস্তিংটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি হওয়ার কারণে দমকলের কাজ করতে গিয়ে সমস্যা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় সতর্ক হওয়ার কথা বলেন। কিন্তু এরা যদি সতর্ক না হন, কথার গুরুত্ব না দেন তাহলে এইভাবে রক্ষা করা যাবে না। এখানে দুর্ঘটনা ঘটলে কাপড়ে যেকোনও মুহূর্তে আগুন লাগতে পারে। কাপড়ের আগুন নেভানো খুব কঠিন। ক্ষেত্রেই যদি মালিকের কোনও দোষ পাওয়া যায় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এর আগেও গত ২০২৮ সালে মঙ্গলাহাটে পরপর দুটি বড়োসড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় তদন্ত করে সিআইডি। একজন গ্রেফতার হন। প্রসঙ্গত, হাওড়ার মঙ্গলাহাটের মর্ডান হাট বিস্তিংয়ে প্রায় ৫-৬ হাজার দোকান রয়েছে। সেখানেই একটি শপে এদিন আগুন লাগে।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ মে :
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মজযন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান নববারাকপুর



পুরসভা। রবিবার সকালে পুরসভা অঙ্গনে নজরুল ইসলাম এর প্রতিচ্ছবিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি বেবি চক্রবর্তী, নির্মিকা বাগচী, কৃষ্ণা বোস, শোভা রায়, বর্ষীয়ান নাগরিক চন্দ্রনাথ দে, তাস্কর দেবব্রত দে, পুরসভার হেডক্লার্ক দেব প্রসাদ রাহা, ওয়ার্ডের সম্পাদক সুজয় দেবনাথ, সহ ওয়ার্ডের বিশিষ্ট গুণীজনেরা।

প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি বেবি চক্রবর্তী, নির্মিকা বাগচী, কৃষ্ণা বোস, শোভা রায়, বর্ষীয়ান নাগরিক চন্দ্রনাথ দে, তাস্কর দেবব্রত দে, পুরসভার হেডক্লার্ক দেব প্রসাদ রাহা, ওয়ার্ডের সম্পাদক সুজয় দেবনাথ, সহ ওয়ার্ডের বিশিষ্ট গুণীজনেরা।

নামখানা ব্লকের শিবরামপুর সমবায় সমিতির ভোটে তৃণমূল জয়ী, বিরোধী শূন্য আসন

দুরন্তনামখানা, ২৫ মে:আজ ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের শিবরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন কমিটি গঠনের নির্বাচন। নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে করা পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সকাল ৮টা থেকে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়। চলে দুপুর ২ টো পর্যন্ত। ৩.৪৫ মিনিট থেকে ভোটে গণনার পর্ব শুরু হয়। মোট ভোটারের সংখ্যা ১৩৮৫। মোট আসন ৫৫। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১০২ জন। সাড়ে ৫ টা নাগাদ গণনা পর্ব শেষ হয়। ৫৫ টি আসনের মধ্যে সব আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করে। এখানেও শূন্য হাতে ফিরতে হয় বিরোধীদের। এরপর তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে শুরু হয় বিজয় উল্লাস আবির মাখার খেলা ও মিষ্টিমুখ।এই জয় নিয়ে জেলা পরিষদ সদস্য



শিবরামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন। এই নির্বাচনে ৫৫ কি আসনের মধ্যে সবকটি আসনে আমাদের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। বিরোধীরা খাতা খুলতে পারেনি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষি সমবায় ক্ষেত্রে

এক মহিলার গোপন ছবি ভাইরাল করে গ্রেফতার ফটোগ্রাফার

দুরন্ত বার্তা,সোনারপুর, ২৫ মে :
এক মহিলার গোপন ছবি ভাইরাল করার অভিযোগে গ্রেফতার ফটোগ্রাফার নরেন্দ্রপুরে। গোপন ও ব্যক্তিগত ছবি বিক্রয়াদি মিডিয়ায় ভাইরাল করার হুমকি এবং তা প্রাপ্তন স্বামীর কাছে পাঠানোর অভিযোগে। এক ফটোগ্রাফারকে গ্রেফতার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। শনিবার নাম পার্ণ দাস, বয়স ৩৫। হালতু এলাকা থেকে গ্রেফতার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ,তার মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। নরেন্দ্রপুর

থানা এলাকার বাসিন্দা এক তরুণীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পরিচয় হয় পার্ণ দাসের,যিনি পেশায় একজন ফটোগ্রাফার।পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় এবং পরে পার্ণ,তবে তরুণীর কাছ থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা নেন তিনি।অভিযোগকারিণী তরুণী জানান,তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের কিছু ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি পার্ণ তুলে রাখে এবং পরে তা ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেয়।

হাওড়ার মর্ডান মঙ্গলাহাটে ভয়াবহ আগুন অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন

এদিন ঘটনার সময় প্রচুর মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। তবে, কেউ হতাহত হয়নি এই ঘটনায়। এদিনের ঘটনা নিয়ে হাওড়া হাট সমন্বয় কমিটির



সেক্রেটারি শম্ভু ঘোষ জানান, হাটের মালিকরা বিভিন্নভাবে ব্যবসা করার জন্য রো্ট বাড়িয়ে রাখে। যারা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের কোনও পরিসেবা দিতে পারে না। আজকে হাটবার বলে সবধিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা বই মধ্যরাতে হতে তাহলে এটা পুরো ধ্বংস হয়ে যেত। হাট মালিকদের এই হাটে পুরো ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে হাট

মালিকরা উন্নত পরিষেবার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয় না। এখানে ১৪ থানা হাট রয়েছে। দ্রুত যদি হাটের ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে হাট শেষ হয়ে যাবে। এটা যদি সোমবার বা মঙ্গলবার হতো তাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। অন্যদিকে, হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সাহা বলেন, ২০২৩ সালের ২০শে জুলাই

অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা না থাকা এবং আগুন নেভানোর জন্য দমকল কর্মীদের পর্যাপ্ত জাগ্রা নেই। যে সংস্থা বা যারা এর কন্ট্রোল করে তা না থাকার জন্য আজ এই অবস্থা। যেখানে লক্ষাদিক ব্যবসায়ীর জীবন এবং তাঁদের জিনিসপত্র নষ্টের ব্যাপার থাকে এই ক্ষেত্রে এই ঘটনার জন্য আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

রাস্তার উপর অবৈধ সামগ্রী রাখায় খরগ্রাম থানার কড়া পদক্ষেপ



এজাজ আহম্মেদ, কান্দা, ২৫ মে :
খরগ্রাম থানার পক্ষ থেকে কয়েকদিন ধরে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মাইকিং করে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়, যাতে রাস্তার পাশে ইট, বালি, পাথরসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী না রাখা হয় কিংবা রাস্তা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রাখা হয়। তবে পুলিশ নির্দেশকে উপেক্ষা করে কিছু ব্যক্তি রাস্তার ওপরেই অবৈধভাবে এসব সামগ্রী রেখে চলছিল। এইই পরিস্থিতিতে শনিবার খরগ্রাম থানার পুলিশ ও ভূমি ও ভূমি সংস্থার দপ্তরের আধিকারিকদের যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে রাস্তার পাশ থেকে ফেলে রাখা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে রামলাল রুজু করা হয়েছে। খরগ্রাম থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এই ধরনের অব্যবহাি ভবিষ্যতেও চলবে। রাস্তার নিরাপত্তা এবং যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে সবাইকে নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অম্বুজা নেওটিয়া ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় কাকদ্বীপে মেন্টরিং ও কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৫ মে :
অম্বুজা নেওটিয়ার সহযোগিতায় ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানে হয়ে গেল মেন্টরিং ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন উচ্চ বিদ্যালয়ে।

সুন্দরবনের পৃথকপ্রতিমা, সাগর,কাকদ্বীপ ও নামখানা ব্লকের প্রায় শতাধিক মেধাধী ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে যারা এই এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সুনামের সহিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯০ শতাংশের ওপর নাম্বার পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অম্বুজা নেওটিয়ার পক্ষে মাননীয় রাজীব সিনহা, এজিএম - সিএসআর। তিনি তার উদ্বোধনী বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের আগামীর পথচলার দিক নির্দেশ করেন। উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র এঞ্জিকিউটিভ, সিএসআর মাননীয় অমিত শিকদার মহাশয়। সিনিয়র ম্যানেজার নিশীথ স্টেট মহাশয় এবং বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ইউথ অ্যান্ড মাননীয় প্রদীপ প্রামাণিক মহাশয় প্রধান শিক্ষক, কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন ও শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ, কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতি শিক্ষক সুব্রত পাত্র সুশান্ত খুঁটিয়া মহাশয় দেবকুমার মন্ডল, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ নামখানা পঞ্চায়েত সমিতি দুতী সু ধরন জানা, শিক্ষারত্ন তাপস করন, দেবদুলাল পাঁজা , শোভন মন্ডল প্রমুখ যারা তাদের মূল্যবান বক্তব্য দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের আগামীর পথ চলাতে বিভিন্নভাবে দিক নির্দেশ করেন। উপস্থিত ছিলেন সু দ্রবরন কুইজ ফোরামের পক্ষে সম্পাদক সঞ্জয় মাইতি মহাশয়। তার কথাতে সু দ্রবরন কুইজ ফোরামের সফল সেরল ভাবে ফুটে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক পার্ণ সারথি মন্ডল। এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নতুন নতুন দিশা দেখাতে কাকদ্বীপ মহকুমার স্কলার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এদিনের এই অনুষ্ঠান সু দ্রবরভাবে রূপায়িত হয়। এছাড়া এলাকার দুস্থ মেধাধীছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় অম্বুজা নেওটিয়া ও নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, বিদ্যুৎ তিয়ারী, আনন্দ শংকর পানিগ্রাহী, অমিত মান্না প্রেমেন্দ্র মামা, কৃশানু বেরা, সমীর সাহা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৭৫ সংখ্যা সোমবার ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

দেশপ্রেমিক ততিয়া তোপী

দ্বিতীয় মিরজাফর জানেন কে? ১৮৫৯ সালের এক অন্ধকারময় রাত। ভারতের রাজপুতানার প্রান্তে অবস্থিত ষোপবাড়িে ঘেরা ছোট এক দুর্গ, যার চারপাশে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা এক সাহসী যোদ্ধা, রামচন্দ্র পাণ্ডুরং ইয়েওয়ালকর। তিনি জানতেন, ব্রিটিশ সেনারা তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু তবুও অদৃ্য চিত্তে পরিকল্পনা করে চলেছিলেন এক নতুন আঘাতের। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অল্প কয়েকজন অনুগত যোদ্ধা। তাঁরা গোপন সন্ধেত ও ছায়ার মতো চলাফেরা করতেন। দুষ্টির আড়ালে থেকেও ব্রিটিশদের খুম হারাম করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এইবার খেলাটা ছিল অন্যরকম। ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন রামচন্দ্র পাণ্ডুরং, বাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, নানাসাহেব ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে একত্রিত হন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি অসাধারণ গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। বাঁসির যুদ্ধে তিনি রানী লক্ষ্মীবাইয়ের পাশে থেকে ইংরেজ সেনাদের রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়ে দেন। তাঁর কৌশল ছিল দ্রুত আক্রমণ করে স্থান পরিবর্তন, যাতে ব্রিটিশ বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। একবার তো তিনি ইংরেজদের সেনাঘাটিতে ভূয়া চিঠি পাঠিয়ে ভুল বার্তা ছড়িয়ে দেন, আর সেই ফাঁকে তিনি নিজে সৈন্য নিয়ে অন্য অঞ্চল দখল করে নেন। ব্রিটিশ বাহিনী এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাকে দমন করতে ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা তাঁর ওপর পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তিনি ছিলেন এক কৌশলী পালিয়ে বেড়ানোর মাস্টার। তিনি কখনও গোপনে বিদ্রোহ, কখনও রাজপুতানায়, কখনও মধ্যপ্রদেশের গভীর অরণ্যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান। রাজা মনসিংহ, যার সঙ্গে রামচন্দ্র পাণ্ডুরং যুদ্ধের সময় জোট বেঁধেছিলেন। এক রাতে তাঁকে গোপনে আমন্ত্রণ জানান মনসিংহ। বলেছিলেন,আসুন, এখানে নিরাপদে থাকুন। ব্রিটিশরা এখানে খেঁষতেও পারবে না। আমার দুর্গ আপনার জন্য খোলা। রামচন্দ্র পাণ্ডুরং কিছুটা দ্বিধায় পড়লেও নিজের পুরনো সম্পর্কের খাতিরে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁর সহযোদ্ধারা সন্দেহ করলেও, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার ঝুঁক পাননি। মনসিংহের প্রাসাদে ঢোকার পর রামচন্দ্র একটি ছোট কক্ষে বিশ্রাম নিতে যান। বাইরে পাহারা বসানো হয়েছে, কথিত রক্ষীরা কিন্তু সেই পাহারার আড়ালেই লুকিয়ে ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা। রাত ঠিক কিস্তি। হঠাৎই দরজায় প্রবল শব্দ। ঘরের জানালা দিয়ে আলোর বলকানি, ব্রিটিশ সেনারা হানা দিয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন, তিনি ধরা পড়েছেন। ছুরি হাতে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু গায়ে ক্লান্তি, সৈন্য নেই পাশে। আধাঘণ্টার মাথায় তাঁকে জোরপূর্বক বন্দি করে। ব্রিটিশ অফিসার ক্যাপ্টেন হার্ডিং চিৎকার করে বলেন,Catch him alive. He is more dangerous than ten thousand men. রামচন্দ্র পাণ্ডুরং বন্দি অস্ত্রহস্তেও মাথা নিচু করেননি। ব্রিটিশদের খবর দিক তাকিয়ে কড়া ভাষায় বলেন,আমি ধরা পড়েছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস ধরা পড়েনি। একদিন ভারত জেগে উঠবেই। মনসিংহ, মুখ খুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চোখে লজ্জার ছায়া। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। একজন ইতিহাসের নায়ক সেই রাতে বন্দি হয়ে ছিলেন, তাঁর কারহিনি রয়ে গেছে চির জাগরক। কয়েক সপ্তাহ পরে রামচন্দ্র কে বিচারে দাঁড় করানো হয়। আদালত তাঁকে দেশদ্রোহী হিসাবে আখ্যা দেয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অমিতা

রবীন্দ্র সংগীতের অনন্য শিল্পী অমিতা সেন (খুকু)। ১৯৩০-এর দশকে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর দেওয়া খুকু ডাকনামে সুপরিচিত রবীন্দ্র সংগীতের অনন্য শিল্পী ছিলেন। কন্যাসম সম্পর্কে ‘খুকু’ অত্যন্ত স্নেহভর্যা ছিলেন কবিগুরুর। অমিতা’র সুললিত ও ওজবিনী কণ্ঠের কুশলতায় মুগ্ধ ছিলেন কবি। অবিশ্যাস সঙ্গীত জীবনের অধিকারিণী ‘খুকু’ অমিতা’কে ঘিরেই কবি লেখেন; ‘আমি তোমার সঙ্গে বেঁচেছি আমার প্রাণ, সুরের বঁধনে’ গানটি’। অমিতা সেনের জন্ম ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুরের আউটসাইী গ্রামে। তার পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক এবং মাতা সুহাসিনী দেবী ছিলেন সুশিক্ষিতা ও সুগায়িকা। অমিতার গায়ের রঙ কালো হলেও মুখশি ছিল সুন্দর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারিণী পড়াশোনাতেও ছিলেন অত্যন্ত মেধাশী। চার বৎসর বয়সেই অন্যের পড়াশুনা দেখে ও শুনে তিনি নিজের চেষ্টায় শিখে ফেলেন। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী যখন প্রথম কারাগরদ্ধ হন, হয়-সাত বৎসর বয়স্কমের অমিতা মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, দেশাভিদ্ নিয়ে প্রশংসাসূচক গান রচনা করে নিজের সুরে গেয়েছেন; ধীর, শিথ, দেশহিতরতী স্বাধীনচেতা ওহে গান্ধী বীর। পাতনার বাকিপুরের ‘রাসমোহন রায় সেমিনারি’র ময়দানে। অমিতা’র পিসিমা হেমবালিা সেন ছিলেন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের হস্টেলের অধ্যক্ষ। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তার দুই নাবালিকা ভাইঝি অমিতা আর ললিতা’কে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। তখন অমিতা’র বয়স ছিল নয় বৎসর। ব্রিটশ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন বালিকা অমিতা। তার সুমিষ্ট দরদী কণ্ঠস্বর, সুরের দখল আর অনুভূতিপূর্ণ গায়কী তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। দিনেন্দ্রনাথ অমিতাকে এতটা স্নেহ করতেন যে, সঙ্গীতের ক্লাশে একদিন না এলে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। কন্যাসম গভীর স্নেহ-স্পর্শ তো ছিলই রবীন্দ্রনাথের। অমিতা শান্তিনিকেতন থেকে ব্যক্তিগত পরীক্ষার্থী হিসাবে বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আই এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে আশি শতাংশ নম্বর ও বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পান এবং নগেন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। পরে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগের স্নাতক হন এবং ‘বেস্ট লেডি গ্র্যাজুয়েট’ হয়ে ‘পদ্মাবতী স্বর্ণপদক’ পান। স্নাতক হওয়ার পর আর্থিক কারণে বীণাপাণি পর্দা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং পাশাপাশি সংস্কৃতে স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব

সাধক রামপ্রসাদ



মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কত্রী। মাহুশহক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃশক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুই সমাধান করতে

ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামে বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের মতো দক্ষ সংগঠক এবং কূট পরিকল্পনা কারোর ছিল না

বিশেষ প্রতিবেদক

বিপ্লবী রাসবিহারী বোস ২৫ জুনয়ারি ১৯৩৮ সালে টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র বোসকে লিখছেন, “What is now wanted for the Congress to lead the country correctly is to have a revolutionary mentality. It is now an evolutionary body. It



must be made a pure revolutionary body...The fetish of non-violence should be discarded, and the creed should be changed. Let us attain our goal through all possible means: violence and non-violence.” এই বক্তব্যের রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ করলে একটি কথাই উঠে আসে সেটা হচ্ছে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ চাই। সমানে সমানে উদ্ধর দেওয়া। ভারতের ‘স্বাধীনতা’ আন্দোলনের রাজনীতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম বারবার ব্যর্থ হলেও তা কিন্তু সর্ব ভারতীয় জাতীয় উত্তেজনা নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি সেই সশস্ত্র সংগ্রামের জাতীয় চেতনার ওপরে বসে অহিংসা মন্ত্র সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিলেন। যদিও বাংলা এবং পাঞ্জাব এর অধিকাংশ মানুষ গান্ধির অহিংস নীতির পক্ষে ছিল না। আলিপুর বোমা মামলা চলাকালীন যে জাতীয় রাজনৈতিক উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হল তাকে দমন করতে ইংরেজরা কম শক্তি প্রয়োগ করেনি। কিন্তু তার ফাঁকে দিয়ে ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে। আর এই সমিতির পরিচালকেরা সর্বভারতীয় এক্যবদ্ধ ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম করার প্রস্তুতি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বাংলার মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে পুনরায় জগত করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাধা

যতীন) আর বাংলার বাইরে সশস্ত্র

the way ahead for the children of India to un-chain her from shackles of captivity” দিল্লি অভিযান ব্যর্থ এবং তার জন্য চারজনকে ফাঁসি রাসবিহারীকে মানসিক আঘাত দেয়।

দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আমিরচাঁদ, অবৈধ বিহারী এবং বালমুকুন্দ এর ৮ মে ১৯১৫ সালে দিল্লির সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হল। ইংরেজ সরকার আর বেশি সময় নষ্ট না করে দুই দিন বাদেই বসন্ত বিশ্বাসকে আশালা জেলে ১৯১৫ সালের ১০ মে ফাঁসি দিল। মে মাস ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস বলে বিবেচিত। দিল্লি ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযুক্তদের যেমন ১৯১৫ সালে মে মাসে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তেমনি মুজফফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য অভিযুক্ত ফুদিরাম বোসকে ফাঁসি হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১১ মে। মে মাসকে বলা হয় বিপ্লবের মাস। আর এই বিপ্লবের মাসেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি নজরুল সহ আরও অনেকে। যাই হোক বিপ্লবী কিশোর বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হওয়াতে খুবই মানসিক আঘাত পান রাসবিহারী বোস। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারত থাকাকা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তিনি জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

রাসবিহারী বোস তাঁর রাজনৈতিক মত প্রকাশ করতে গিয়ে “Young India” পত্রিকায় লিখছেন, “No people on earth can consent to be governed by another people...there can either be freedom or the opposite of it ...slavery. There is no mid-way. For India to desire to remain within the Empire is to acknowldge herself as a slave. Freedom and slavery can not go together”। কংথেসী স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁকে মোহিত করতে পারেনি। তবুও গান্ধিজি এবং নেতাজির সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ থেকে বিরত থাকেননি- “Gandhi is a person whom I respect but he is an Indian saint and a person of yesterday whereas Subhas Chandra Bose is the per-son of today”। খুব অল্প কথায় তিনি ভারতের দুই মহান নেতার অবস্থানকে পরিস্কার করে দিলেন। গান্ধিবাদী নেতারা হয়তো রাসবিহারী মতের সঙ্গে নিজদের মেলাতে অসুবিধা হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার নেতাজী পন্থীরা রাসবিহারী এই

life, but you, and thousnad like you, my child, are born in this caged existence. This pains me. I hope that the fire of being free burns in your heart abd moulds your soul to strive to break down these chains, so that, in a distant future, perhaps our countrymen will be able to breathe the fresh air of Indepen-dence (Two great Indian Revolutionaries -Rash Behari Bose and Jyotindranath Mukherjee By Uma Mukherjee, page- 40-120)। কিন্তু পিতা বিনোদ বিহারী বোস রাস বিহারীর সম্পর্কে অন্য ধারনা পোষন করতেন। তিনি চন্দননগরে পুত্র রাসু (ডাক নাম) নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর একটি মাত্র লক্ষ্য পুত্র ফরাসি এবং ইংরিজ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি উচ্চ পদে আসীন হবে। কিন্তু ঠাকুরদা কালিচরণ বোস থেকে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে নিজেকে একেবারে বের করে নিয়ে আসতে পারেন নি রাসু। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বড় হয়ে নিজের দায়ের তাকতে হবে। সেখানে তিনি সেনা বাহিনীতে যোগদান করবেন। সৈনিক দক্ষতা তাঁকে অর্জন করতে হবে। পুত্রের মুখ থেকে এই কথা শুনে পিতা সন্তুষ্ট হননি। তিনি চূপ করেছিলেন। পালিতমাতা তিনকড়ি দেবী সন্তানকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। সেই সময়ে কালিচরণ রাসু পাশেই বসেছিলেন। তিনি বলেন, “if you have made up your mind, then prepare for the next step. Write your future to secure what you want” ১৮৯৮ সালে রাসু তখন মাত্র বারো বছর। ব্রিটিশ সেনা বিভাগে সেনা হওয়ার জন্য আবেদনপত্র লিখে সেনা দফতরে পাঠিয়ে দিলেন ডাকযোগে। মাত্র বারো বছরের ছেলে সেনা বিভাগে সেনা হওয়ার আবেদন করেছে এ তো তেজ তাস্ত্র বনে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ সেনা অফিসাররা এত অল্প বয়সের কোনও ছেলে এর আগে সেনা হওয়ার জন্য চিঠি লেখেনি। কিন্তু বারো বছরের ছেলেকে তো সেনা বিভাগে নেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে দুষ্প্র প্রকাশ করে চিঠির উত্তর দেয় সেনা দফতর। সেই সময়ে পিতা এবং তাঁর মা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে আর থাকের বাড়িতে ঠাকুরদা তত্ত্বাবধানে রাসুকে রাখা চলবে না। তাঁকে চন্দননগরে নিয়ে চলে যেতে হবে। বিপ্লবী রাস বিহারী বোস বরাবরই পিতার বিপরীত মেরুংতে অবস্থান করতেন। পিতা ব্যতই তাঁকে

পাঠকদের দরবার উজানী সতীপীঠ

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রথম বেসরকারি গোয়েন্দার জনক স্যার অর্থার কোনান ডয়েল। গোয়েন্দা সাহিত্যে বিশ্বজোড়া জনপ্রিয় নাম অর্থার কোনান ডয়েল। তাঁর নির্মিত চরিত্র শার্লক হোমস এখানে জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। তিনি একাধারে ইতিহাসবিদ, ক্রীড়াবিদ, সমসংবাদিক, শিকারি, ডাক্তার, কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার ছিলেন। তাঁর নিজের জীবনও ছিল মহামাত্রিক ও রোমাঞ্চকর। জন্ম ১৮৫৯ সালের ২২ মে ‘স্কটল্যান্ডের এডিনবরায়। বাবা সাইগার হোমস, মা ভারয়েলেট শেরিন ফোর্ড। বাবার ইচ্ছা ছিল সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু শার্লক হয়ে গেলেন তৎকালীন বিশ্বের বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী লেখক।

অর্থার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে চর্চার ফাঁকে তিনি শার্লক হোমস সিরিজ লিখতে শুরু করেন। শার্লক হোমসকে নিয়ে চারটি উপন্যাস ও ৫৬টি ছোট গল্প লিখছেন ডয়েল। তাঁর প্রথম সাফল্য ছিল ‘আ স্কাউ ইন স্কাটলেট’। এটি ১৮৮৭ সালে বিটনস ক্রিসমাস আনুযায়ী প্রকাশিত হয়। প্রথমে এ উপন্যাসে হোমসের নাম ছিল শেরিনফোর্ড হোমস। পরে তা পরিবর্তন করে রাখা হয় শার্লক হোমস। ১৮৯০ সালে ‘দ্য সাইন অব ফ্লোর’ প্রকাশিত হলে ডয়েল চিকিৎসাবিদ্যা ছেড়ে লেখালেখিতে পুরোমাত্রাগ্রায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনেক রচনা লেবে আহ্বি বা। আর এক বছরে, আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে শুনলাম;কেউ একটা বস্ত্রপাতির ঘরে ঘড়ঘড় আওয়াজ বিভূড়াল বেতে ফাঁসে গিয়ে মরেছে। মাসি বাল, মেকানিক বিভূড়াল ছিল যে বেধহুই। মামনিক চা, উনুনের ধোঁয়া, আর বৃষ্টির ঝগ মামনি চা বানাতেন সেবার মধ্যে সেরা।

মদ্রিটকে বসতবাড়ি।

শেষ প্রাণে অজয় নদের প্রাণ কাছে

নিবহিত হওয়ায় শাস্ত, শ্লিঙ্গ আর

অবিরহিত পরিষেব বিরাজ কয়েক

চারদিকে। চারিদিকে সবুজ

গাছপালা, শীকার্থ অজয় নদ,

চায়ের ক্ষেত, মাথার ওপর বিশাল

নীল আকাশ আর নানারকম

পাখির কলকাকলি সবদিকিয়ে

উম্মুগ্ধ করে দেবে এই রকম উদার

মস্তকু পরিবেশ।

যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন

তাদের কাছে এই জায়গাটা খুবই

ভালো লাগবে।

‘বাংলার শিল্প ‘বেঙ্গল ল্যাম্প’ উঠে গিয়ে সেটা এখন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়ে গল্প হল

রিয়া পোন্দার নবদ্বীপ ব্যাড্টি কুইন শু একটি বন্ধ কারখানা শু আর আমার শৈশব কৈশোর কালা ২০০২ সাল। কৈশোর তখন হাঁচি হাঁচি পা কা করে পেছনের বেশে থাকি সামনে এসে পুখিবি দেখতে শোখার চেষ্টায়। টিভিতে তখন পাওয়ার পায় গার্ল আর বেনে টেন এর রাজহু। ফুচকা খেলে পেট খারাপ হতো, তবু খাওয়াই চাই।



স্কুল,পড়া, মা বাবার শাসন এর মাঝে একটুকরো আরাম বলতে ছিল ছুটিছটায় মামনি দের কোয়াটার। হয় একা নাহলে নান্নামতো দাদা দিদির সাথে যাওয়া। আমাদের একমাত্র বিনোদন, শৈশব-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে পাওয়া আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পার্ক। আমার মাসিকে আমার সব ছোটরা ‘মামনি’ বলে ডাকতাম, এমন কি কোনো এক অজানা কারণে আমাদের সব বন্ধু বান্ধব ও পড়ার বাচ্চাদেরও তিনি ছিলেন মামনি; বাড়ির বড়দের শেখানো সেই নামেই যেন ছিল একধরনের নরম স্নেহের গন্ধ। কোথাও যেন সব বাচ্চাদের এই ভাবে মা শব্দ টা লুকিয়ে ছিল। যাদবপুরের প্রাণ কেন্দ্রে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস কায়

বেঙ্গল ল্যাম্প ফ্যাক্টরি নাকি

‘অর্থনৈতিক কারণে’ দন্ধ হয়েছিল।

তবে আমার মনে তখন প্রভুত

গবেষণায় খুঁজে পেয়েছিলাম

তিনটি সম্ভাব্য কারণ ১) ল্যাম্প

গুলো এতটাই টেকসই ছিল যে

কেউ আর নতুন কিনত না। ২)

বিয়েজার সাহেব চুপিচুপি নাইট্‌

মিকি করতেন বড়য়ের গয়নার

জন্য। ৩) চা-ওয়ালার বকবকানিতে

শ্রমিকরা কাজে মন দিতে পারত

না। এত বিশ্লেষণের পরও যদি

কেউ বলেন, তোমার লেখাটা

একটু বাড়িয়ে বলছদ, তাহলে

আমি শুধু বলব, জ্ঞারখানাটা বন্ধ

ছিল বলে, কিন্তু আমার ছোট

মস্তিষ্কে অবিজ্ঞতার বুলি ভরে

উঠছিল ফুল স্পিডে।

কারখানা গণসংস্কৃতি ও আমার

গোপন গবেষণা। কারখানার চারটি

পরিবার নিয়ে তখন আমাদের ‘ দি

বেঙ্গল সিভিলাইজেশন’।

দুটি বিহারী পরিবার;যাদের রাম্মা

থেকে শুকনো লঙ্কা আর পেঁয়াজের

গন্ধ বোরাটা টাইপরাইটার, কোথাও

ছোঁড়া ফাইল... সেইসব ভাঙা

জিনিসের মধ্যেই আমার ‘গোপন

গবেষণাগার’।

একবার এক পোড়ো ঘরে ঢুকলে

একটা বিরট কাচের বোতল পেয়ে

, আমি সর্গর্বে ঘোষণা করলাম;এটা

নাসার মহাকাশ ফুয়েল! মাসি মুখ

বেকিয়ে বলল, ভিতরে বিভূড়াল

পেছাকু করেছিল রে, গন্ধ পাস

না? রহস্য, রোমাঞ্চ, আর ভূতের

কেহুসা কারখানায় বৈদ্যুতিক

সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল বহু বছর।

ব্যাটারি রাতে ফুয়েল ল্যাম্পই

ভরসা। কিন্তু সেটুকু আলোও যখন

জ্বলত না, আমার মনে হতো

এতো জ্বলছে নিভছে এ নিশই

আলোয়।

আর ছিল ৯৯ কচুরিপানায় মোরা

বিশাল এক পুকুর, যেখান থেকে

বন্দী ক্ষমের শিকলের আওয়াজ শুধু

আমরা ছোটোরাই শুনতে পেতাম।

সন্ধ্যোতে হারিকেনের আলোয়

মামনির মুখে ভূতের গল্প শুনতে

শুনতে মনে হতো একা একজন

স্টোর রুমে ঢুকছে, কেউ হয়তো

এখনও টাইপ করছে অফিসে।

একবার মাসির বিনোদার নিচে সাপ

ঢুকেছিল বলে একটা বিহারী কাকু

থাকলেও, ছিল কারখানার ভিতর

বিশাল চওড়া পিচ বাঁধানো রাস্তা

যেখানে আমরা ক্রিকেট খেলে

ফুটবল সবচেয়েই আন্তর্জাতিক

মানের প্র্যাকটিস করতাম।

সেই রাস্তার দুপাশে দাড়ানো ছয়

চাক্স দশ চাকার বন্ধকট্ট। সেগুলিকে

দেখে মনে হতো, যেতো জম্বি

আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া

শহরের টুকরো ছবি। সন্তপ্তনে পা

ফেলতাম এই বৃষ্টি আতর্কিত

হামলা করে। বিশাল বিশাল বিল্ডিং

পঞ্চায়েত থেকে বিধায়ক, সাড়া দেয়নি কেউ! বৃষ্টি শুরু হতেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল গ্রামবাসীরাই

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ মেঃ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে স্থানীয় বিধায়ক, সর্বস্তরে আবেদন জানিয়েও হয়নি কোনও লাভ। হাল ফেরেনি গ্রামের মূল যাতায়াতের রাস্তার। এদিকে বিগত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময় ঘট যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। বাধ্য হয়ে বুড়ি কোদাল হাতে রাস্তা সংস্কারে কাজে নেমে পড়লেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাত লাগালেন পঞ্চায়েত সদস্য। নিজেরাই মাটি ও মোড়াম ফেলে রাস্তার খানাখন্দ বোজালেন। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের গোপালপুর গ্রামের। বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের গোপালপুর মোড় থেকে গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটারের এই রাস্তা এখনও পাকা হয়নি। এদিকে গোপালপুর গ্রামে যাতায়াতের



একমাত্র রাস্তা এটাই। সেই রাস্তায় এক দশক আগে মোড়াম পড়েছিল। রাস্তা পাকা হওয়া তো দূরে থাক গত এক দশকে এক কোদাল মাটিও পড়েনি বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। প্রতি বছর বর্ষায় অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। গ্রামবাসীরা বলছেন, গত ২ বছর ওই রাস্তার হাল এতটাই খারাপ হয়েছে যাতায়াত করাই কার্যত দুঃ সাধ্য হয়ে উঠেছে। পথশ্রী প্রকল্প বা অন্য কোনও সরকারি প্রকল্পে ওই রাস্তা পাকা করার দাবি নিয়ে বারবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি। দরবার করা হয়েছে স্থানীয় মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়কের কাছেও। কিন্তু, লাভের লাল কিছুই হয়নি। এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই এদিন বুড়ি কোদাল হাতে নেমে পড়েন রাস্তায়। মাথায় করে মাটি বয়ে এনে রাস্তার খানাখন্দ ভরাট করা শুরু করেন তারা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় মণ্ডল গ্রামের রাস্তার বেহাল দফায় কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। নিজেও কাজে হাত লাগিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাস্তাটি পাকা করার জন্য পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ হলে কাজ হবে।

বর্ধমানের এই ডাক্তার কি কিডনি পাচার করেন? কাঁড়ি- কাঁড়ি টাকা, সোনা-জহরত উদ্ধার করল সিবিআই

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ মেঃ রাতভর পূর্ব বর্ধমানের এক চিকিৎসকের বাড়িতে হানা সিবিআই-এরা। শনিবার রাত এগারোটো থেকে রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ওই চিকিৎসকের বাড়িতে চলল তল্লাশি। গতকাল প্রায় আট সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পৌঁছয় বর্ধমান শহরের মিঠাপুকুরের হাতিশাল এলাকায় চিকিৎসক তপনকুমার জানার বাড়িতে। জানা



গিয়েছে কিডনি পাচারের তদন্তেই অধিকারিকরা গিয়েছেন সেখানে। পরিবার সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত চলাকালীন নিজের বাড়িতে ছিলেন না তিনি। তবে তাঁর স্ত্রী চিকিৎসক নাসিমা জানা ছিলেন বাড়িতে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর, আজ রবিবার সকালে ওই চিকিৎসকের বাড়ি থেকে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা হিরে, সোনার গহনা ও মূল্যবান রত্ন উদ্ধার করে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। পাশাপাশি কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক ও কিছু কাগজপত্র নিয়ে

যায় সিবিআই তদন্তকারী দলের সদস্যরা। জানা যাচ্ছে, শনিবার রাতে বর্ধমান থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই অভিযান চালায় সিবিআই। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কিডনি পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই চিকিৎসক। আর সেজন্যই কলকাতা থেকে সিবিআইয়ের অটোজনের প্রতিনিধি দল হানা দেয় চিকিৎসক দম্পতির বাড়িতে। বস্তুত,

বর্তমানে চিকিৎসক তপনকুমার জানা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শারিরিক বিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পদে কর্মরত। আর তাঁর স্ত্রী চিকিৎসক সুমিত্রা জানা কলকাতার কোনও একটি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পরিচরিকা শিক্ষা মাঝি বলেন, “ওরা ঢুকল আমি দরজা খুলে দিলাম। ডাক্তারবাবু ঘরে ছিলেন না। মাড়াম ছিলেন। ঘরের ভিতরে কী কী হয়েছে জানি না। আর কিছু দেখতে পাইনি। আমাদের ঘর আলাদা।”

অ্যাকাউন্টে ছিল গোটা জীবনের সেভিংস, পড়ে আছে মাত্র ১৫০ টাকা! মেসেজটা দেখেই মাথায় হাত সরকারি কর্মচারীর



দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ মেঃ অবসর জীবনের জন্য তিলে তিলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করেছিলেন প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। ব্যবহার করতেন না কোনও অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনও। কিন্তু, নিজের পকেট থেকে ফোন খোয়া যেতেই সর্বনাশ। দফায় দফায় প্রত্যাহার ফাঁকা করে দিল অ্যাকাউন্ট। মাথায় হাত সরকারি কর্মচারি। ঘটনা বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের দিবাকরবাটি গ্রামের। খোয়া যাওয়া টাকা ফিরে পাওয়ার আশায় পুলিশ ও সাইবার প্রাচারা বিভাগের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই সরকারি কর্মচারী। বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের দিবাকরবাটি গ্রামের বাসিন্দা সুধাংশু দাস ইন্দাসের বেকসিটি অফিসের হেডক্লার্ক। নিজের মাসিক বেতন থেকে অল্প অল্প টাকা বাঁচিয়ে অবসরের সময় হিসাবে স্থানীয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে প্রায় ৪

লক্ষ টাকা জমা করেছিলেন। অন্ত্রাষ্ট্রেই প্রত্যাহার হতে পারেন এই আশঙ্কায় কোনও অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতেন না। কিন্তু, তাতেও শেষ রক্ষা হল না। ১৫ মে নিজের মোবাইল ফোন হারিয়ে ফেলেন সুধাংশু দাস। ফোন হারিয়ে যাওয়ার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে থানায় অভিযোগ জানিয়ে একই নম্বরের সিম কার্ড তালেন সুধাংশু দাস। শুক্রবার সুধাংশু বাবুর ফোনে একটি মেসেজ এলে সন্দেহ দানা বাঁধে। তড়িঘড়ি তিনি ওই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখায় ছুটে যান। পাসবুক আপডেট করতেই তিনি দেখেন ১৫ মে থেকে ১৯ মে এত ৫ দিনের মধ্যে দফায় দফায় অনলাইনে ট্রানজেকশন করে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্টে চাকরি রয়েছে দেড়শো টাকাও না। চাকরি বিভাগের প্রায় শেষে এসে এই ভাবে সারা জীবনের সঞ্চয় খোয়া যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েন সুধাংশু দাস। তড়িঘড়ি হাজির হন ইন্দাস থানায়। সেখানে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সাইবার ক্রাইম পোর্টালে অনলাইন অভিযোগ জানান তিনি।

‘দাছ করো না-হলে নদীতে ভাসিয়ে দেব’ চিপস-কাণ্ডে মৃত শিশুকে নিয়ে কেন বলল পুলিশ?

দূরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ২৫ মেঃ আত্মহত্যা চূলা পাননে ছাপা শাড়ি। কথা বলতে-বলতে হাঁপিয়ে উঠছেন মহিলা। ছেলের মৃত্যুর শোক মা কী ভুলতে পারে এত তাড়াতাড়ি? মাটিতে পরে জমালায় হেলান দিয়ে ছোট্ট কৃষ্ণেন্দু দাসের মা একরাশ স্কোভ উগরে দিলেন অভিযুক্ত জে। সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। তাঁর পরিষ্কার অভিযোগ, যদি না ওই সিভিক ভলান্টিয়ার এভাবে ভরা বাজারে সামান্য চিপসের প্যাকেটের জন্য হেলোটাকে বকত তাহলে হয়ত সন্তান এত বড় সিদ্ধান্ত নিত না। এমনকী পুলিশ নাকি বলেছিল, দ্রুত দেহ সংকার করতে নয়ত নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে, দাবি করেছেন শিশুটির মা। এর পালা বক্তব্য দিল পুলিশও। মৃত কৃষ্ণেন্দুর মা সুমিত্রা দাস আত্ম হারিবার বললেন, তাঁরা ওই সিভিক পুলিশের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো। “আমরা সন্তান হারিয়ে দু’জনে রান্না যেতে পাইনি এখনও...”। বারোবার সন্তানহারা মা প্রশ্ন তুললেন, একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের এত উদ্ধতা হয় কী করে? মহিলা বলেন, “একটা সিভিক পুলিশ হয়ে দাদাগিরি দেখিয়েছে। ও যদি না শাসন করত তাহলে আমার সন্তানও এমন করত না।” উল্লেখ্য, ঘটনার দিন সন্ধ্যেকো কৃষ্ণেন্দুর দেহ নিয়ে অভিযুক্ত সিভিকের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী। পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে চলে যায়। উত্তেজিত জনতাতে চরিত্রহীন করতে লাগিপেটা করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে।

ছোট্ট কৃষ্ণেন্দুর মা বলেন, “আমরা কাউকে পাশে পাছি না। যে আসছে। তাঁকেই প্রফতার করছে। তাহলে কে পাশে আসবে। একটা সিভিকের এত ক্ষমতা? আমার সন্তানকে দশ মিনিট দেখতে দিল না? পুলিশ সেদিন বলল, দেহ দাছ করো, না হলে নদীতে ভাসিয়ে দেব, অথবা মর্গে



ফেরত নিয়ে চলে যাব। মার কাছে সন্তানকে রাখতে দেয়নি। ওরাই দাছ করে দিল। এত লাটিচার্জ করল গ্রামবাসীও আমাদের পাশে দাঁড়াতে পারল না।” তবে সুমিত্রা দেবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তালুক মহকুমার পুলিশ আধিকারিক আফ জাক অবরার জানান, “মৃতের মা কে কথটা বলছে ঠিক ওই মানে করে বলা হয়নি। যখন সিভিক কর্মী শুভদ্রর দীক্ষিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ হচ্ছিল। সেই সময় পরিবারের লোক ছিল না। বাচ্চাটির দেহ নিয়ে বিক্ষোভ ও বাড়ি ভাঙচুর করছিল কিছু লোকজন। ঠিক তখনই আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই কথা বলা হয়েছে। আমরা এটাই বলতে চেয়েছি যে আপনারা সংকার

করার ব্যবস্থা করুন। নচেৎ আমরা ব্যবস্থা করবো...” এখনও রংটা দালানের এক কোণে পড়ে রয়েছে কৃষ্ণেন্দুর নিত্যদিনের সঙ্গী পুরোনো সাইকেল। যে সাইকেলে চড়ে স্কুল যেতে ছোট্ট কৃষ্ণেন্দু দাস। শুধু স্কুল নয়, খেলার মাঠ, এমনকী চিপস লজেন্স কিংবে যাওয়ার সঙ্গীও ছিল

এই সাইকেল। ঘরের এক কোণে পড়ে রয়েছে বইখাতা। হাওয়ার দমকায় মাঝে মাঝে উল্টে যায় পৃষ্ঠা। সুন্দর হস্তাক্ষরে ভরা অর্ধেক খাতা। ফাঁকা পাতা আর ভরবে না...। মা কঁদে-কঁদে সেই ক খাথি বললেন। পাঁশকুড়ার গোসাইবেড় গ্রামের বছর বারো কৃষ্ণেন্দু দাস বেরিয়েছিল চিপস কিনতে। দোকানে গিয়ে দোকানদারকে অনেকবার ডাকাডাকি করার পরে দেখতে পায়নি দোকানদারকে। দোকানের বাইরেই পড়েছিল হাওয়ায় উড়ে আসা চিপসের প্যাকেট। সেই চিপসের প্যাকেট তুলে সাইকেলে করে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিল। এরপরেই অভিযোগ, স্থানীয় ওই দোকানদার বিনি পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার ও

গুজরাটে লুকিয়েছিলেন, ধরপাকড় শুরু হতেই ‘কিলবিল’ করে বেরিয়ে এলেন বাংলাদেশিরা

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ মেঃ গুজরাটে কাজ করতেন। কিন্তু সেখানে ধরপাকড়ের ভয়ে নিজেদের দেশের ফেরার চেষ্টায় ছিল আট বাংলাদেশি। আর সেই কাজের আগেই মুর্শিদাবাদে পুলিশের হাতে প্রেফতার হলেন তারা। একই সঙ্গে প্রেফতার হয়েছে জামাল শেখ নামের এক ভারতীয় দালাল। জানা যাচ্ছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ গৌরিবাগ এলাকা থেকে একটি ট্রাকের আটক করেছে। আট বাংলাদেশি ও এক ভারতীয় দালাল, মোট ৯ জন ছিল ওই ট্রাকের। ধৃতদের মধ্যে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম বাংলাদেশের রাজশাহির বাসিন্দা। ইদ্রিস শেখ, ফারজানা খাতুন ও জুলাইকা বিবি খুলনার বাসিন্দা। আনাকুল শেখ নোরাইল জেলার বাসিন্দা। মিলন গাজি ও জেসমিন খাতুনের বাড়ি



বাংলাদেশের সাতক্ষীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, এই আট বাংলাদেশি ওপার থেকে বেআইনি পথে ভারতে প্রবেশ করেছিল। তারপর মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানা এলাকায় বেশ

কিছুদিন বসবাস করে তারা। সেই সময় সেখান থেকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ডের মতো বিভিন্ন জাল নথি তৈরি করায় তারা। তারপর পরিয়ায় শ্রমিক হিসাবে কাজ

করার জন্য তারা চলে যায় গুজরাটে। কিন্তু গুজরাট, হরিয়ানা, রাজস্থানে সম্প্রতি প্রচুর বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ধরা পড়ে। আর তাতে ভয় পেয়ে এই ৮ জন

বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। ও গুজরাট থেকে পালিয়ে আসে মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদে ফিরে তারা বহরনপুরে লুকিয়ে ছিল বেশ কিছু দিন। তারপর গতকাল, ২৪ মে রাতে বহরনপুর থেকে একটি ট্রাকের চেপে ওই ৮ বাংলাদেশি রওনা হয়েছিল রানিনগরের দিকে। আর সেই সময়ই ট্রাকের আটকে তল্লাশি করে পুলিশ। সেখান থেকেই প্রেফতার হয় ওই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। একই সঙ্গে প্রেফতার হয় তাদের সঙ্গে থাকা ভারতীয় দালাল। পুলিশ সূত্রে খবর, রানিনগর থেকে ওই দালালের সাহায্যে বাংলাদেশে পালানোর হুক কচ্ছিল তারা। জানা গিয়েছে, আজ লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয় তাদের। সেখানে তাদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আদেশ জানান পুলিশ।

বাড়িতে সন্তান রেখে প্রেমিকার সঙ্গে ‘আত্মঘাতী’ স্ত্রী, ভিন রাজ্যে খবর গেল স্বামীর কাছে

দূরন্ত বার্তা, মাথাভাঙা, ২৫ মেঃ যুগলের বুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য কোচবিহারের মাথাভাঙায়। এদিন সকালে দুজনের দেহ উদ্ধার হয় মাথাভাঙা ১ নং ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চোদ্দারখাতা খাগড়িবাড়ির ঘনের বাড়ি এলাকা থেকে। দু’জনেই বিবাহিত বলে জানা যাচ্ছে। বাড়িতে সন্তানও রয়েছে। সম্পর্কে জটিলতার কারণেই তারা আত্মহত্যা করে থাকতে পারে বলে মনে করছেন এলাকার অনেকে। তবে অন্য কোনও কারণে মৃত্যু কিনা তা খতিয়ে দেখছে

পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, আরতি বর্মন এবং খোকন বর্মনের মধ্যে বিবাহবর্হিত্ত সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন

এলাকায়। মৃত মহিলা আরতি বর্মনের বাড়ি ওই এলাকাতেই। স্বামী নিরোধ বর্মন ভিন রাজ্যে পরিযায়

(প্রেসনজিৎ) বাড়ি গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগারামগুড়ি এলাকায়। খোকন পেশায় টোটে চালক। দু’জনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে দুই পরিবারেও। স্থানীয় বাসিন্দা সুশীল বর্মন বলছেন, পরকীয়ার জেরেই ওরা আত্মহত্যা করেছে। দীর্ঘদিন থেকেই ওরা বিবাহবর্হিত্ত সম্পর্ক ছিল। সেখানে জটিলতার কারণেই এই কাজ করে থাকতে পারে। খবর পেয়ে ছুটে আসে নয়ারহাট ক্যাম্পের পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।



KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Executive Engineer (Civil) / Br.-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works : (1) NIT No. : KMC/EEC/VII/56/12/25-26/U Name of work : Improvement of sewer line at 50A/1, Pottery Road and its surroundings of Uttaran Area in Ward No. 56; Estimated Cost : ₹ 1,92,700.31 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 3,900.00; Period of completion : 30 Days. (2) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/15/25-26/U Name of work : Maintenance of drainage system at Picnic Garden Road, B.D. 2nd Lane, P. Naskar Lane and its surrounding of Uttaran Area in Ward No. 67; Estimated Cost : ₹ 2,50,539.20 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,100.00; Period of completion : 45 Days. (3) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/13/25-26/D Name of work : Repairing of footpath at 58/1, B.B. Chatterjee Road, 57 K.N. Sen Road, 28/1, 59/A, 32, Bose Pukur Road and its surroundings Area in Ward No. 67; Estimated Cost : ₹ 2,46,796.07 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,000.00; Period of completion : 45 Days; Last date and time of submission of bid : 03.06.2025 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 3); Tender will be opened on : 05.06.2025 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from 24.05.2025 at (6.55 pm) (For Sl. No. 1 to 3); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).	
The Executive Engineer (Civil) / Br.-VI, KMC invites e-tender online item rate two bid system for following works : (1) NIT No. : KMC/BR-VI/047/004/25-26/D Name of work : Restoration of roads and footpath disturbed by CESC Ltd. and Water Supply Department / Central at 38, Ganesh Ch. Av., 18, Jadunath Dey Road, 19, Biplobi Anukul Ch. St. and different places in Ward No. 47; Estimated Cost : ₹ 2,96,916.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,100.00; Period of completion : 35 Days. (2) NIT No. : KMC/BR-VI/053/005/25-26/R/UTTARAN Name of work : Maintenance of Uttaran sewerage system at H/9, 7/H/2 Smith Lane, 3A Blockman Street and adjacent area In Ward No. 53; Estimated Cost : ₹ 2,49,443.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 5,100.00; Period of completion : 45 Days. (3) NIT No. : KMC/BR-VI/060/007/25-26/R/UTTARAN Name of work : Repairing work of Uttaran drainage system at 98 Linton Street, 4 Jannagar Road, 3 Gorachand Lane and its adjacent area in Ward No. 60; Estimated Cost : ₹ 2,99,951.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,100.00; Period of completion : 45 Days. (4) NIT No. : KMC/BR-VI/060/009/25-26/R/UTTARAN Name of work : Repairing work of Uttaran latrine and bathroom at 10 Gorachand Lane, 5 Gorachand Road, 29/2 Beniapara Lane and its adjacent area in Ward No. 60; Estimated Cost : ₹ 3,99,916.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 8,100.00; Period of completion : 45 Days. (5) NIT No. : KMC/BR-VI/060/010/25-26/D Name of work : Repairing of road surface by providing hot mixture at 47/A Beniapukur Lane, 11 Banshi Dutta Road, 14/4 Hare Krishna Konar Road, 5/1 Jannagar Road and its adjacent area disturbed different P.U. Agencies in Ward No. 60; Estimated Cost : ₹ 2,97,979.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,100.00; Period of completion : 60 Days; Last date and time of submission of bid : 09.06.2025 - 3 pm (For Sl. No. 1 to 5); Tender opened on : 11.06.2025 - 3 pm (For Sl. No. 1 to 5). (6) NIT No. : KMC/BR-VI/051/008/2025-26/R/UTTARAN Name of work : Maintenance of Uttaran sewerage system at 2, 8 Phalguni Das Lane, 52/H/4 Creek Row and adjacent area in Ward No. 51; Estimated Cost : ₹ 2,49,201.00 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 5,100.00; Period of completion : 45 Days. (7) NIT No. : KMC/BR-VI/051/009/2025-26/R/UTTARAN Name of work : Maintenance of Uttaran concrete & I.P.S. passage at 2, 8 Phalguni Das Lane, 52/H/4 Creek Row and adjacent area in Ward No. 51; Estimated Cost : ₹ 3,49,163.00 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 7,100.00; Period of completion : 45 Days. (8) NIT No. : KMC/BR-VI/053/006/2025-26/R/UTTARAN Name of work : Maintenance of Uttaran concrete & I.P.S. passage at H/9, 7/H/2 Smith Lane, 3A Blockman Street and adjacent area in Ward No. 53; Estimated Cost : ₹ 3,48,942.00 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 7,100.00; Period of completion : 45 Days. (9) NIT No. : KMC/BR-VI/061/007/2025-26/R/UTTARAN Name of work : Repairing of Uttaran I.P.S. and paver block passage at 53, 7 North Range, 13 Elliot Lane, 42 Jannagar Road, 12 Bedford Ln. and different places in Ward No. 61; Estimated Cost : ₹ 3,99,700.16 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 8,100.00; Period of completion : 45 Days. (10) NIT No. : KMC/BR-VI/061/010/2025-26/R/UTTARAN Name of work : Repairing of drainage system at 185/1 A.J.C. Bose Road KMC Labour quarter in Ward No. 61; Estimated Cost : ₹ 4,94,532.00 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 45 Days. (11) NIT No. : KMC/BR-VI/046/006/04/2025-2026/D Name of work : Restoration of roads and cobble stone footpath (Disturbed by Tata Teleservices Limited, CESC Ltd. and Water Supply Department/Central) at Hemanta Basu Sarani, 10, 12, Bow Street, 52, Weston Street etc. and different places in Ward No. 46; Estimated Cost : ₹ 3,30,765.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 7,000.00; Period of completion : 35 Days. (12) NIT No. : KMC/BR-VI/046/006/2025-2026/D Name of work : Maintenance of footpath & passages at 48, Market Street, 59 Bentinck Stree, 9/1/A Moti Sil Street etc. and surrounding area in Ward No. 46; Estimated Cost : ₹ 2,90,890.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,100.00; Period of completion : 45 Days.	
(13) NIT No. : KMC/BR-VI/054/008/2025-2026/R/UTTARAN Name of work : Maintenance of Uttaran latrine at 6 Pan Bagan Lane, 12 and 37 M.I. Lane and adjacent area in Ward No. 54; Estimated Cost : ₹ 3,99,106.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 8,100.00; Period of completion : 30 Days. (14) NIT No. : KMC/BR-VI/054/009/2025-2026/D Name of work : Restoration of footpath and passage (Disturbed by P.U. Agency & Damaged Portion) at 1 & 38/B Ismail St., 31 & B/54/B/H/1 mofidul Islam Ln., 14/1A Sir S.R. Rd. and surrounding area in Ward No. 54; Estimated Cost : ₹ 2,93,665.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 35 Days. (15) NIT No. : KMC/BR-VI/055/001/2025-2026/R/UTTARAN Name of work : Maintenance of Uttaran drainage systems at 59C/H/8 Sambhu Babu Lane, 157/H/20 Ananda Palit Road etc. In Ward No. 55; Estimated Cost : ₹ 2,98,946.00 (Incl. GST & CESS); Earnest Money : ₹ 6,100.00; Period of completion : 45 Days; Last date and time of submission of bid : 10.06.2025 - 3 pm (For Sl. No. 6 to 15); Tender opened on : 12.06.2025 - 3 pm (For Sl. No. 6 to 15); The bid forms and other details are available on and from 26.05.2025 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 15); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 15).	
The Executive Engineer (Civil) / Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works : (1) NIT No. : KMC/EEC(C)/BR-VIII/087/01/2025-2026/D Name of work : Restoration of paver block & IPS footpaths near 20B Jatin Das Rd., 22, 30 Lake Place Rd. etc. in Ward No. 087 Disturbed by CESC & Natural Wear and Tear; Estimated Cost : ₹ 2,99,725.32 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 60 Days. (2) NIT No. : KMC/EEC(C)/BR-VIII/090/02/2025-2026/R Name of work : Renovation of bustee privies by installation of commode & allied works at 160/C Kankula Road & others in Ward No. 090; Estimated Cost : ₹ 4,99,885.64 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 10,000.00; Period of completion : 100 Days; Last date and time of submission of bid : 04.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2); Date of opening of tender : 09.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 27.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2). (3) NIT No. : KMC/EEC(C)/BR-VIII/084/02/2025-2026/UTTARAN Name of work : Repairing of Uttaran passage at 18D, 15B, M.P. Road, 28/13, N.B. Lane and others in Ward No. 84; Estimated Cost : ₹ 4,49,787.66 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 9,000.00; Period of completion : 180 Days. (4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/086/02/2025-2026/UTTARAN Name of work : Repairing of Uttaran and surrounding passages at 6 Garcha 1st Ln., 3 No. Lake Colony etc. in Ward No. 86; Estimated Cost : ₹ 4,49,742.48 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 9,000.00; Period of completion : 180 Days. (5) NIT No. : KMC/EEC(C)/BR-VIII/086/06/2025-2026/R Name of work : Development of kurb & channel at Hazra Rd., Dr. Meghnad Saha Sarani, Purna Das Rd. etc. in Ward No. 86; Estimated Cost : ₹ 4,49,8,33.63 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 9,000.00; Period of completion : 120 Days. (6) NIT No. : KMC/EEC(C)/BR-VIII/086/03/2025-2026/D Name of work : Restoration of IPS footpath & asphaltum Rd. surface disturbed by KMC Water Supply Dept. near 48/B Purna Das Rd. to 49/16 Hindustan Park & others in Ward No. 86; Estimated Cost : ₹ 2,69,012.85 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,400.00; Period of completion : 45 Days; Last date and time of submission of bid : 09.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3 to 6); Date of opening of tender : 11.06.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3 to 6); The bid forms and other details are available on and from 28.05.2025 (5 pm) (For Sl. No. 3 to 6); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).	
The Executive Engineer (Civil) / Br.-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for following work : NIT No. : KMC/EE-II/29/67/25-26/US (1st Call) Name of work : Renovation of Uttaran passage at 236/H/13, 237 M.M. Road, 85/H/9, 87/H/11 N.N. Road and different places in Ward No. 29; Estimated Cost : ₹ 2,90,146.00 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 30 Days; Last date and time of submission of bid : 05.06.2025 upto 12 Noon; Date and time of opening of tender : 09.06.2025 on after 12 Noon; The bid forms and other details shall be available on and from 27.05.2025 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in	
The Executive Engineer (Civil) / Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works : (1) NIT No. : KMC/XIII/117/004/25-26 (1st Call) Name of work : Maintenance of sewer adjacent at Canal Road, Roy Bhadrur Road and Jyotish Roy Road bye lanes area in Ward No. 117, Br.-XIII; Work Value : ₹ 2,84,933.40; Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 90 Days. (2) NIT No. : KMC/XIII/120/004/25-26 (1st Call) Name of work : Maintenance of sewer line adjacent at Sisir Bagan Roads all bye lanes in Ward No. 120, Br.-XIII; Work Value : ₹ 2,96,017.63; Earnest Money : ₹ 6,000.00; Period of completion : 30 Days; Last date and time of submission of bid : 05.06.2025 (upto 11 am) (For Sl. No. 1 & 2); Tender will be opened on : 09.06.2025 (11 am) (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 27.05.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2); The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).	
CORRIGENDUM NIT No. : KMC/EEC/II/003/06/2025-2026/US published in this Newspaper on 07.05.2025 (Key No. : 178/25-26) of Engineering Civil Br.- Department (Sl. No. 7); Last date of submission of bid will be read as 09.06.2025 at 1 pm instead of 22.05.2025 at 1 pm and the tender will be opened on 11.06.2025 at 1 pm instead of 24.05.2025 at 1 pm. 298/25-26	

ভয়ংকর খিদে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায়

২৫ মে : ভয়ংকর খিদে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায়। তীব্র সমালোচনার মুখে সম্প্রতি সেখানে ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে ইজরায়েল। ত্রাণ বোঝাই ট্রাক লুটের আশঙ্কায় মোতায়েন করা হয়েছে গাজার স্বশাসিত নিরাপত্তারক্ষীদের। তাঁদের উপরেই এবার হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের সেনার বিরুদ্ধে। সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এরা সকলেই স্থানীয় নাগরিক বলে জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার এই হামলা চালানো হয় ইজরায়েলের সেনার তরফে। মধ্য গাজার দের আল বালা অঞ্চলে। ইজরায়েল সেনার দাবি, যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। এদের কয়েকজন হামাসের সদস্য। ত্রাণের ট্রাকের আশেপাশে ওই সন্দেহভাজনদের ঘুরতে দেখেই হামলা চালানো হয়। খাদ্য, পানীয় জল এবং ওষু ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বোঝাই ওই ট্রাক লুট করার ষড়যন্ত্র ছিল আততায়ীদের। গত আড়াই মাস ধরে গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালাচ্ছিল ইহুদি সেনা। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেইমতে সেখানে ১০০টি ট্রাক চুকেছে। তবে দুর্ভিক্ষপীড়িত গাজায় ত্রাণ পাঠাতে গিয়ে রীতিমতো সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাহায্যকারী সংগঠনগুলিকে। বুদ্ধক্ষের দলের ভিড়ে তৈরি হয়েছে ট্রাক লুটের মতো পরিস্থিতি। গুরুতর অবস্থায় ট্রাকের নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে গাজার স্বশাসিত কর্তৃপক্ষের তরফে। সেখানেই এবার হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের সেনার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের ত্রাণ বণ্টনের মধ্যও শুক্রবার দিনভর গাজায় হামলা চালায় সেনা। যার জেরে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয় ৭৬ জনের। এক রিপোর্টে তুলে করা হয়েছে গাজার সাম্প্রতিক করুণ পরিস্থিতি। দাবি করা হয়েছে, গাজার ২০ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে বেশিরভাগই ভয়ংকর অপুষ্টির শিকার। ত্রাণ না পৌঁছেলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। এর পরই গাজার ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেয় ইজরায়েল। যদিও উত্তর গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি ইজরায়েলের তরফে। কারণ ওই অঞ্চলে গাজার বাসিন্দাদের উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের ক্যান্সার : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২৫ মে : স্বস্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে ব্রাসনের উদ্দেশ্যে রবনা হল বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বধীন প্রতিনিধি দল। রবিবার সকালে দিল্লি থেকে ব্রাসনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন তাঁরা। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন দল্লতী পুরন্দেস্ত্রী (টিডিপি), প্রিয়ান্কা চট্টদেী (শিবসেনা) ইউবিটি), গুলাম আলি খাতানা (বিজেপি), উস্তর অমর সিং (কংগ্রেস), শমীক ভট্টাচার্য (বিজেপি), এম খামবিদুরাই (এআইএডিএসকে), প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এম জে আকবর এবং রাষ্ট্রদূত পঙ্কজ শরৎও। ব্রাসনের পর প্রতিনিধিদলটি ইতালি, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং জার্মানি সফর করবে। ব্রাসনের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রাঙ্কলে রবিবার রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন্েন, আমরা ব্রপ্স, ইতালি, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম যাব। আমাদের স্পষ্টভাবে বলতে হবে, ভারত শান্তি ও সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু যদি নিরীহ ভারতীয়দের উপর বর্বর আক্রমণ হয়, তাহলে এর জবাব দেওয়া হবে। অসাপ্রেশন সিঁদুরের মাধ্যমে এর জবাব দেওয়া হবে। আমরা বিশ্বকে বলব, স্বস্ত্রাসবাদ বিশ্বের ক্যান্সার এবং এর কেন্দ্রস্থল পাকিস্তান। আমরা বিশ্বকে বলব, এই স্বস্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক কণ্ঠ কথা বলা দরকার।

অ্যাপেলের পর এবার স্যামসাংয়ে ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি ট্রাম্পের

২৫ মে : শুধু অ্যাপেল নয়, ভারতে পণ্য উৎপাদন করলে এবার স্যামসাংয়ের উপরও শুল্ক চাপানোর ঝুঁশিয়ারি আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। অন্য কোনও দেশে পণ্য উৎপাদন করে তা আমেরিকায় বিক্রি করলে সেই পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, এটা শুধুমাত্র অ্যাপেলের জন্য নয়, স্যামসাং-সহ যে সবাইই অন্য দেশে পণ্য উৎপাদন করবে তাদের উপর বসানো হবে এই শুল্ক। এদিন সোশাল মিডিয়ায় আইফোনে বিক্রি হয় তা এখানেই তৈরি করতে হবে। ভারত বা অন্য কোনও দেশের উৎপাদন হলে

খাবার-দাবার

বাজারে বিক্রি হওয়া লিচু গুণমানে ভালো কিনা,কেনার আগে পরখ করে নিন

এ বছর ফলন কিছুটা কম। পাল্লা দিয়ে বাজারে জোগানও তলানিতে। তাই স্বাভাবিকভাবে চাহিদা অনেক বেশি। গ্রীষ্মের বাজারে লাল



টুকটুকে লিচু দেখলে কারই বা কিনতে ইচ্ছা না করে। তাই তো গ্রীষ্মের রসাল ফল বিকোচ্ছেও বেশ চড়া দামে। লিচু কিনতে গিয়ে

ঠকছেনও অনেকে। তবে অভিজ্ঞ গৃহস্থের মতে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে লিচু কিনলে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা কমবে।



কী দেখে লিচু কিনবেন? লিচু কেনার আগে ভালো করে তার গায়ের রং দেখে নিন। ভালো লিচু শুধু টুকটুকে লাল হয় না। সবুজ ও

টকটকে লাল করে তোলেন। তাই কেনার আগে লিচুর রং পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক। এখন প্রায় বেশিরভাগ মহিলার ব্যাগেই ওয়েট টিস্যু থাকে। লিচু কেনার আগে পারলে ওয়েট টিস্যু দিয়ে ঘষে নিন। দেখুন রং উঠছে নাকি। ওয়েট টিস্যুতে রং উঠলে তা ভুলেও কিনবেন না। ভালো লিচুর খোসা পাতলা হবে। ব্লক মোটা হলে তার স্বাদ কিছুটা কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। লিচুর ভিতরের অংশ সাদা রঙের না হলে কিনবেন না। সাধারণত যে লিচুতে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়, তার ভিতরে অংশই তাড়াতড়ি লাল রঙের হয়ে যায়। লিচু বেছে না কিনলে বিপদ হতে পারে। কারণ, লিচুতে থাকা হাইপোগ্লাইসিন এ এবং মিথিলিন সাইক্লোপ্রোপাইল গ্লাইসিন (এমসিপিজি) রাসায়নিক শরীরে গেলে বিষক্রিয়া হতে পারে। আচমকা শরীরে শর্করার মাত্রা কমে যেতে পারে। তার ফলে জ্বর, বমি, মাথা ঘন্ত্রণা হতে পারে। লিচুতে থাকা রাসায়নিকের ফলে খাদ্যনালির সংক্রমণও হতে পারে। বহুক্ষেপে প্রাণঘাতীও হয়ে উঠতে পারে লিচু। বিপদ এড়াতে তাই বেছে লিচু কিনুন। নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনবেন না।

গরমে ‘লাউ’য়ের পদেই হবে পেট ঠান্ডা, রইল রকমারি রেসিপি

পেট ঠান্ডা রাখতে লাউয়ের জুড়ি মেলা ভার! কিন্তু অনেকেই লাউ খেতে চান না। তাই একঘেয়ে লাউয়ের রান্না না করে এবার বরং কিছু অন্যরকম টাই করুন। যদিও রন্ধন পটনিসীদের তালেই জানা যে পুরানো আমলে লাউয়ের কতরকম পদ দিয়ে খাওয়া হত। তবে কালে কালে সেসবের পাঠ হৈশেল থেকে উঠে গেলেও পুরনো সেই রেসিপিগুলোই কিন্তু পাত সাফ করার মোক্ষম অস্ত্র। তাই ঝটপট জেনে নিন একগুচ্ছ লাউয়ের রেসিপি।

উপকরণ- মাঝারি সাইজের একটি লাউ, পরিমাণমতো সরষের তেল, নারকেল কোড়া, নারকেল দুধ, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, আদাবাটা, হলুদ গুঁড়ো, নুন ও চিনি আদাজমতো।

প্রণালী-লাউ ভালো করে ধুয়ে নিন। তারপর ডুমো ডুমো করে কেটে নিন। এরপর কড়াইয়ে দু থেকে তিন চামচ সরষের তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে আসলে, তারমধ্যে জিরে, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিন। তারপর এই কড়াইয়ের মধ্যে আদা বাটা ও কেটে রাখা লাউ দিয়ে ভাল করে নাড়াতে থাকুন। এরপর এরমধ্যে আদাসজমতো নুন, চিনি ও হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিন। এরপর ভাল করে

নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পর নারকেলের দুধ দিয়ে আবার ভাল করে নেড়ে নিন। এর মধ্যে পরিমাণমতো গরম জল দিন। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নিয়ে কড়াইটি



ঢাকা দিয়ে দিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট এরকম ঢাকা দিয়ে রাখুন, তারপর ঢাকা খুলে এর মধ্যে নারকেল কুড়া দিয়ে দিন। ভাল করে নাড়িয়ে নিন। তৈরি অপনার লাউয়ের মালিঁকারি। গরম গরম ভাতের সঙ্গে কিন্তু এটি খেতে দারুণ লাগবে।

হেলার ডাল দিয়ে লাউ ঘন্ট-উপকরণ- ঘণ্টর মতো কুচো করে

কাটা লাউ ভাপিয়ে নেওয়া,১ কাপ সেন্ধ ছোলার ডাল, ২ টেবিল চামচ সাদা তেল, ২ টি তেজপাতা, ২ টি শুকনোলঙ্কা, ১ চা চামচ গোটা জিরা, ১ টেবিল চামচ আদা, উপকরণ- ১ টি গোটা লাউ কুচি করা, একফালি বড় সাইজের কুমড়া (ডুমো করে কাটা), ৬-৭ টা ডালের বড়ি, ১ চা চামচ র্যাঁধুনি, জিরে, ১ চা চামচ কাঁচালঙ্কা কুচি, ১ চা চামচ হলুদগুঁড়ো, ৩-৪ টেবিল চামচ নারকেল কোরা

স্বাদ অনুযায়ী নুন-চিনি, প্রয়োজন অনুযায়ী তেল। প্রণালী-কড়ায় তেল গরম করে ডালের বড়িগুলো ভেজে তুলে রাখুন। এবার ওই তেলেই র্যাঁধুনি ও জিরে, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিন। এতে কুচি করে কেটে রাখা লাউ দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার এতে ডুমো করে কাটা কুমড়া দিয়ে নুন ও হলুদ দিয়ে ফের নেড়ে ঢেকে দিন। বেশি ঘাটবেন না এতে লাউ-কুমড়া উঠেই গলে গিয়ে একসা হবে! মিনিট পাঁচেক বাদে ঢাকা তুলে দেখুন জল ছাড়ছে কিনা। চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ফের একবার নেড়ে ঢেকে দিয়ে দিন। এতে আদা রান্না করুন। নামানোর আগে বড়িভাজা ছড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে করে ঘণ্টর সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার উপর থেকে নারকেল কোড়া ছড়িয়ে দিন। বাস, তৈরি লাউ-কুমড়োর ঘন্ট।

কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা চামচ হলুদগুঁড়োয় গরমমশলা ১ চাচামচয় স্বাদ মত নুন-চিনি. প্রণালীঃ একটা পাত্রে তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ও জিরে ফোড়ন দিয়ে নিতে হবে। এবার এতে ডাল দিয়ে আদা ও কাঁচালঙ্কা বাটা, হলুদ, নুন দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। এতে সামান্য জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে

পাক সেনার মদতে বালোচিস্তানে খুন সাংবাদিক

২৪ মে : বালোচিস্তানের স্বাধীনতার লড়াই রূপতে এবার সাংবাদিকদের নিশানা পাকিস্তান সরকারের! বালোচিস্তানের সাংবাদিক আবদুল লতিফকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল পাক সেনার বিরুদ্ধে। শনিবার লতিফের স্ত্রী ও সন্তানের সামনেই তাকে গুলি করে হত্যা করল একদল দুষ্কৃতী। অনুমান করা হচ্ছে, বালোচিস্তানের মানুষের কণ্ঠস্বর দমনে নারকীয় এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। জানা যায়, নিজের প্রতিবেদনে বালোচিস্তানের উপর পাক সেনার

বর্বরতার তথ্য তুলে ধরতেন সাংবাদিক লতিফ। যার জেরেই পাকিস্তান সেনার নিশানায় ছিলেন তিনি। যার জেরে একাধিকবার তাঁর পরিবারকে নিশানা করেছে পাক সেনা। মাস খানেক আগে লতিফের ছেলে সাইফ বালুচ ও তাঁর পরিবারের ৭ সদস্যকে জোর করে তুলে নিয়ে যায় পাক সেনা। পরে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারকে নিশানা করার পর এবার ওই সাংবাদিককে হত্যার ঘটনা ঘটে। দৈনিক ইস্তিখাব এবং আজ নিউজ নামে দুই সংবাদমাধ্যমের

সঙ্গে যুক্ত ওই সাংবাদিক হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব হয়েছে বালোচ সংগঠনগুলি। বালুচ ইয়াকজহতি কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়ে, শনিবার বালোচিস্তানের অপহরণ করে হত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। গত ১৭ মে ইউসুফ রসুল এবং সাজিদ বালুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ওই দিন মধ্যরাতে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পাক সেনা। পরে তাদের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এর পর সাংবাদিক খুনের ঘটনায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালোচিস্তান।

এই অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে এইসব হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে, পাক সেনার মদতে একের পর এক বালোচ নেতাকে ও সাংবাদিককে অপহরণ করে হত্যার ঘটনা সামনে এসেছে। গত ১৭ মে ইউসুফ রসুল এবং সাজিদ বালুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ওই দিন মধ্যরাতে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পাক সেনা। পরে তাদের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এর পর সাংবাদিক খুনের ঘটনায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বালোচিস্তান।

প্রতিবেশী দৌড়ে এসে দরজায় কড়া নাড়লে ঘুম থেকে উঠে দেখেন ঘরের কাছে জাহাজ

২৫ মে : নরওয়ের ট্রন্ডহিমসফোর্ড শহরের বাইনসেট এলাকায় নিজের ঘরে ঘুমাছিলেন জোহান হেলবার্গ নামের এক ব্যক্তি। ঠিক তখনই ১৩৫ মিটার লম্বা একটি বড় পণ্যবাহী জাহাজ তাঁর বাগানে এসে আটকে পড়ল। এ সময় জাহাজটি ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে ছিল। জাহাজটি ওই ব্যক্তির বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে থাকা দিলেও বাড়ির বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। আর গভীর ঘুমে থাকা ওই ব্যক্তিরও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি। পরে এক প্রতিবেশী দৌড়ে এসে দরজায় কড়া নাড়লে ওই ব্যক্তি ঘুম থেকে ওঠেন। হেলবার্গ বলেন, ‘ ডোরবেল এমন সময় বেজে উঠল, যখন আমি সাধারণত দরজা খুলতে চাই না। আমি আবার ঘুমাতে ভালোবাসি। কিন্তু বেল এত জোরে বাজছিল যে আমি দরজা খুলতে বাধ্য হলাম।’ হেলবার্গ আরও বলেন, দরজার সামনে এক পরিচিত মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি বললেন, ‘ কি জাহাজটা দেখানি?’

ওই ব্যক্তির কথা শুনে হেলবার্গ জানালায় গিয়ে দেখেন, বিরাট একটি জাহাজ তাঁর ঘরের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা

কোনো তেল ছড়িয়ে পড়েনি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জোয়ার ওঠার সময় তাদের জাহাজটি সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ছবিতে



রজার গুস্তাফসন জানান, তারা ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করবে। প্রাথমিকভাবে নাবিকদের কারও মদ বা মাদক সেবনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ওই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি এবং জাহাজ থেকে

স্পষ্ট দেখা গেছে, বাড়ির কতটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল বিশাল জাহাজটি। আর কর্তৃকুই বা দূরত্ব ছিল হেলবার্গের ঘরের সঙ্গে। তবু গভীর ঘুমে থাকার কারণে তিনি কিছুই টের পাননি।

প্রয়াগরাজ ডিভিশনের জীবনাথপুর স্টেশন এবং ব্লক হাটের মধ্যে ট্রেনগুলির রুট নিম্নরূপ পরিবর্তন হবে

গোরক্ষপুর, ২৫ মে : তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন চালু হওয়ার প্রেক্ষিতে উত্তর মধ্য রেলওয়ের প্রয়াগরাজ ডিভিশনের জীবনাথপুর স্টেশন এবং ব্লক হাটের মধ্যে রেল প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত রকের কারণে, ট্রেনগুলির রুট নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হবে। রুট পরিবর্তন -- ০১০৭৯

লোকমান্য তিলক চার্মিনাস-মউ স্পেশাল ট্রেন ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে লোকমান্য তিলক চার্মিনাস থেকে ছেড়ে যাওয়া সংশোধিত রুটে মানিকপুর-প্রয়াগরাজ জং-প্রয়াগরাজ রামবাগ-বারানসী-বারাণসী সিটি-আউন্ডিহারের পরিবর্তে চলবে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছেওকি এবং জৌনপুর স্টেশনে থামবে না এবং প্রয়াগরাজ ছেওকির পরিবর্তে এটি

প্রয়াগরাজ জংশনে থামবে। ১৫ মিনিটের একটি অস্থায়ী বিরতি প্রদান করা হবে- ০১০৭০ ছাপড়া-লোকমান্য তিলক চার্মিনাস স্পেশাল

প্রয়াগরাজ জংএকি স্টেশনে থামবে না এবং প্রয়াগরাজ ছেওকির পরিবর্তে, এটি প্রয়াগরাজ জংশনে থামবে। ১৫ মিনিটের একটি অস্থায়ী বিরতি প্রদান করা হবে। রেল প্রশাসন কর্তৃক পশ্চিম রেলওয়ের অতুল-ভালসাদ রেলপথ বিভাগে ভালসাদে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের কারণে, ২৭ মে, ২০২৫ তারিখে গোরক্ষপুর থেকে চলাচলকারী ২২৯২২ গোরক্ষপুর-বান্দ্রা চার্মিনাস

ট্রেন ২৭ মে, ২০২৫ তারিখে ছাপরা থেকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে আউন্ডিহার-বারানসী

এক্সপ্রেসের সময়সূচী গোরক্ষপুর থেকে ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে পুনঃ নির্ধারণ করা হয়।

ব্রিটেন্স গট ট্যালেন্টের ফাইনালে অসমের শিশুকন্যা

গুয়াহাটি, ২৫ মে : ব্রিটেন্স গট ট্যালেন্টের ফাইনাল রাউন্ডে জয়গা করে নিয়েছে অসমের শিশুকন্যা আট বছরের বিনীতা ছেত্রী। সেমিফাইনালে তার অসাধারণ পারফরমেন্স দিয়ে বিচারকদের মন জয় করে ফাইনাল রাউন্ডের ছাড়পত্র অর্জন করেছে বিনীতা। তার অসাধারণ নৃত্যকালা, অনবদ্য কৌশল, মাধ্যাকর্ষণ-অবাধ্য ফ্লিপ এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সাথে মিশে রাতারাতি তাকে একজন সেনসেশনে পরিণত করেছে। বিচারক সাইমন কাওয়েল, আমান্ডা হোস্টেন, ব্রুনো টোনিওলি এবং আলেশা ডিভ্জন তার অসাধারণ নৃত্যকলা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। বিচারক মণ্ডলী এবং দর্শক, উভয়কে মুগ্ধ করে অসাধারণ নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে বিনিতা গ্র্যান্ড ফিনালেতে তার স্থান নিশ্চিত করেছে।পরিবেশনার পর সে তার অনুষ্ঠানের অফিশিয়াল হ্যান্ডেল থেকে শেয়ারকৃত ভিডিওয় আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। বিনীতা লিখেছে, ‘আমি খুবই উত্তেজিত এবং খুশি। আগামী সপ্তাহে ফিনালেতে শীঘ্রই দেখা হবে। এটি একটি উদ্দামদার যুহুত - এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।’ রাজস্থানের জয়পুরের মাই ওয়ান স্কুলের অন্যতম শ্রেণির ছাত্রী, অসমের চতুর্থ পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের বোকাজান মহকুমার অন্তর্গত অমরাজানরে মেয়ে বিনীতার বিশ্ব মধ্যে যাত্রার আনন্দে মাতোয়ারা তার গৃহ জেলা সহ রাজ্য। ভক্তরা তার দক্ষতা, মধ্যে উপস্থিতি এবং নম্রতার প্রশংসা করছেন। ব্রিটেন থেকে মোবাইল ফোনে বিনীতার বাবা অমর ছেত্রীর বার্তালাপ হয়েছে। তিনি জানান, ‘বিনীতার বয়স এখন আড়াই বা তিন, তখন থেকে নাচের প্রতি সহজাত আগ্রহ ছিল তার। আমরা লক্ষ্য করলাম, সে নিতুর্লতর সঙ্গে নৃত্যের প্রতিটি স্টেপ, মুদ্রা, এককথায় নৃত্যের সব কলাকৌশল প্রদর্শন করছে। সংগীতের সঙ্গে শরীরের সংযোগ স্থাপন, আগে পাড়াই বা তিন, তখন থেকে নাচের প্রতি সহজাত আগ্রহ ছিল তার। আমরা লক্ষ্য করলাম, সে নিতুর্লতর সঙ্গে নৃত্যের প্রতিটি স্টেপ, মুদ্রা, এককথায় নৃত্যের সব কলাকৌশল প্রদর্শন করছে। সংগীতের সঙ্গে শরীরের সংযোগ স্থাপন, আগে প্রতাদ্ধকে বিশেষভাবে ব্যবহার করছে, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার।

Name Change
I Mousumii Medde. W/o. Prajesh Modds, Dio. Lakshmikanta De, aged about 42 yrs permanent resident of Tajpur Gram, Tajpur, P-5- Kotulpur, Dist. - Bankura, West Bengal, Pin-722161. presently residing at Benga, Hooghly, Pin-712615, do hereby solemnly affirm and declare as follows. Before the Judicial Magistrate (1st Class), Bishnupur, Dist.- Bankara ,That my acutal & correct date of binh is 10.03.1983, which has been recorded in my Madhyamik Parksha Certificate issued by WBBSE3. After my marriage with Prajesh Modda, I adopted my husband's surname "Medda & I known as Mousumi Medde, Lakshmikanta De, is one and the same identical person.

Name Change
I, Suneel Kumar (Old Name) S/o Lakshaman Bachar Residing at Rahatpur, Samudragar, District- Purba Bardhaman, Pin - 713519 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Suneel Bachar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 12/2025 Dated 23-05-2025. Suneel Kumar (Old Name) and Suneel Bachar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Fatema Murtuza Rangwala (Old Name) D/o Moiz Abbasbhai Residing at La Ca Greens, 9th Floor, Fl.No-9A, 9 Convent Road, Entally, P.o - Entally, District- Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Fatema Moizbhai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11/2025 Dated 23-05-2025. Fatema Murtuza Rangwala (Old Name) and Fatema Moizbhai (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Nishrin (Old Name) W/o Moiz Abbas Bhai Residing at La Ca Greens, 9th Floor, Fl.No-9A, 9 Convent Road, Vtc - Entally, P.o - Entally, District- Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Nisrin Mohammed Bhai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10/2025 Dated 23-05-2025. Nishrin (Old Name) and Nisrin Mohammed Bhai (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sayera (Old name) W/o-Md Iliyas, Resident at, Vill-Hairirampur, Po-Magura, Ps-Pukuria, Malda,732128 I have changed my name to Sayera Bibi (New name) I shall be known as Sayera Bibi vide affidavit before the Notry at Berhampore on 23/05/2025 ILYAS and MD ILYAS same and one identical person.

Name Change
I, ILIYAS (Old name) S/o-Haji Giasuddin, Resident at,Vill-Hairirampur, Po-Magura, Ps-Pukuria, Malda, 732128 I have changed my name to MD ILIYAS (New name) I shall be known as MD ILIYAS vide affidavit before the Notary at Berhampore on 23/05/2025 ILYAS and MD ILYAS same and one identical person.

Name Change
I, Umesh Periwai (old name) son of Ram Kishan Periwai, residing at Ward No. 15, Daga Bhanwan ke Pass, Nohar, Hanumangarh, Rajasthan- 335523, have changed my name and shall henceforth be known as Umesh Kumar Periwai (new name) as declared before the L.d. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No. 647 dated 5th May 2025. Umesh Periwai (old name) and Umesh Kumar Periwai (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Kishori S Mehta D/o Samir Bhanulal Mehta Residing at 7 Paddapukur Road, P.o - L.R Sarani, District - Kolkata, Pin - 700020 West Bengal India shall henceforth be known as Keshvi S Mehta and Keshvi Mehta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-05-2025 SI no 29, Book No 1.

Name Change
I, Kishor Adhikary S/o Late Ratan Adhikary Residing at Shiborataran Pargana, Po+P.s - Sarsuna, District - Kolkata, Pin - 700061 West Bengal India shall henceforth be known as Kishore Adhikary. I declare that Kishor Adhikary and Kishore Adhikary is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-05-2025.

বিদেশি ভক্তদের ভিড় দিঘায়

‘পুরীর মন্দির বাইরে থেকে দেখেছি, ভিতরে ঢুকতে পারিনি, দিঘায় ভিতর থেকে দেখলাম’



দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৫ মেঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করে গিয়েছেন। তার মন্দির উদ্বোধনের পরই লাগাতার ভক্তের সমাগম হচ্ছে সেখানে। রবিবার রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং অন্যান্য

ইউরোপীয় দেশ থেকে আগত চব্বিশজন আন্তর্জাতিক ভক্তের একটি দল দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথ ধাম মন্দির পরিদর্শন করেন। অনেকের জন্যই এটি ছিল এক গভীর আবেগের মুহূর্ত। আর ভক্তের এই ঢল দেখে আবেগঘন ইসকনের সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস। তিনি বলেন, “দিঘার

জগন্নাথ ধাম মন্দির দর্শনে এসে আবেগান্বিত বিদেশি ভক্তরা। ১৫০টি দেশের কাছে আমাদের জগন্নাথ ধাম অব্যাহত দ্বারা।” এ দিন, সহ-সভাপতি রাধারমণ দাস আগত এই বিদেশি দর্শনাধীদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, “এই মন্দির শুধুমাত্র একটি স্বাপনা নয়। এটি প্রভু

জগন্নাথের করুণা ও তাঁর সর্বজনীন আহ্বানের এক প্রতীক। এখন বিশ্বজুড়ে ১৫০টিরও বেশি দেশের কোটি কোটি ইসকন ভক্তদের জন্য এমন একটি স্থান রয়েছে যেখানে তারা এসে জগন্নাথের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর উদার মনোভাব এবং সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিশ্বজুড়ে ভক্তদের কাছ থেকে ফোন পাচ্ছি। যারা দিঘায় এসে জগন্নাথের দর্শন করতে চান।” অপরদিকে, ইউক্রেন থেকে আগত পর্যটক মি.ভাদিম ক্রিস্তভ আবেগভরে বলেন, “এটি আমার জীবনের সবচেয়ে পরিচ মুহূর্ত। আমি কখনও ভাবিনি এমন একটি মন্দিরে এসে জগন্নাথদেবের দর্শন পাব। যা একেবারে পুরী মন্দিরের মতো অনুভব হচ্ছে। আমি পুরীর মন্দির বাইরে থেকে দেখেছি। ভিতরে ঢুকতে পারিনি। তবে দিঘায় ভিতর থেকে দেখতে পেলাম।”

মালবাজারে ডাম্পার মালিকদের তাণ্ডব, স্থানীয়দের সঙ্গে হাতাহাতি, অবশেষে কড়া পদক্ষেপ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৫ মেঃ মালবাজারের ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বাসি ও পাথর বোমাই একাধিক ডাম্পার আটকে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। শনিবার রাতে একাধিক ডাম্পার রাস্তায় নেমে পড়ায় সমস্যার মুখে পড়েন এলাকাবাসী। রাস্তা আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মালবাজার থানার পুলিশ। ডাম্পারের মালিকরাও সেখানে আসেন। অভিযোগ, ঘটনাস্থলেই ডাম্পারের মালিক-সহ চালকরা এলাকাবাসীর সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরাও জখম হন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, শনিবার রাতে ওদলাবাড়ির দিক থেকে ওই ডাম্পারগুলো আসছিল। এর পরই ডাম্পার আটকে রাস্তাতেই প্রতিবাদ শুরু করেন বাসিন্দারা। ডাম্পার ট্রাকের মালিকরা ঘটনার কথা জানতে পেরে অবরোধস্থলে চলে আসেন। কেন তাঁদের গাড়ি আটকে রাখা হয়েছে? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফের গাড়ি চালানোর জন্য মারমুখী হয়ে ওঠেন ডাম্পারের মালিকরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানোর পর ডাম্পার মালিকদের সঙ্গে তাঁরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে

পড়েন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের উপরেও ডাম্পার মালিক ও কর্মীরা আক্রমণ চালায়। সেখানে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের



সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। দুই সাংবাদিকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের দাবি, “রাতের বেলা ডাম্পারগুলো যাক। আমাদের তাতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু রাস্তায় এখনও দোকানপাট, বাজার সব খোলা। এর মধ্যে একাধিক ডাম্পার বেরোনোয় যান চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। রাস্তা পার হওয়ার জন্য প্রায় অধ ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তারপরেও রাস্তা পার হতে

স্বাভাবিক হয়। রবিবার গুয়েস্টার্ন ডুয়ার্স প্রেস ক্লাব যা সংগঠনের সৌহারম্যান রাজেন প্রধান ও সভাপতি অনুপ সাহা মালবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মালবাজার থানার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদের কাছে তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেছেন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার উমেশ গণপথ খন্ডবহাল বলেন, “এই ঘটনায় আমরা বেশ কয়েকজন ডাম্পার মালিক ও ব্যবসায়ীকে প্রেস্তার করেছি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।”

বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার সময়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৪

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ মেঃ বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার সময়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক যুবতীর। আহত হয়েছেন আরও চারজন। মৃতের নাম পাখি দাস (২৫)। ঘটনাটি কোচবিহারের শীতলকুচির বড় কৈমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিবপুর টোপতি খলগল এলাকায়। রবিবার ভোর তিনটে নাগাদ বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরছিলেন



একই পরিবারের চারজন। সেই সময়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি গর্তে পড়ে যায়। চালক-সহ প্রত্যেকেরই কম-বেশি জখম হন। ঘটনাস্থলে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ। সকলকে উদ্ধার করে শীতলকুচি হাসপাতালে পাঠানো হয়। মোথানেই মৃত্যু হয় পাখির। বাকিদের চিকিৎসা চলছে। সূত্রের খবর, একই পরিবারের চার জন শনিবার শিলডাঙায় একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে সেখান থেকেই তাঁরা গাড়িতে করে ফিরছিলেন। সে সময়েই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় লোকেরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরাই সেই গাড়ি থেকে কোনও রকমে সকলকে উদ্ধার করেন। পুলিশ গাড়িটিকে উদ্ধার করে শীতলকুচি থানায় নিয়ে আসে। তবে ঠিক কী ভাবে এই পথ দুর্ঘটনা ঘটল? তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কালীপুজোর আগে গঙ্গাস্নানে নেমেছিলেন, শেওড়াফুলীর নিস্তারিণী ঘাটে তলিয়ে গেলেন যুবক

দুরন্ত বার্তা, শেওড়াফুলি, ২৫ মেঃ সামনেই ছিল কালী পুজো। সেই কারণে নিস্তারিণী কালি মন্দির ঘাটে স্নান করতে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। গঙ্গায় স্নানে নেমেই তলিয়ে গেলেন এক যুবক। নিখোঁজের নাম প্রীতম দাস (২১)। পরিবার সূত্রে খবর, প্রীতমের বাড়ি হুগলির হরিপালের নারায়ণপুরে। আগামী মঙ্গলবার সেখানে কালী পুজো আছে। সেই পুজো কমিটির সভাপতি হলেন প্রীতম। মাস দেড়েক আগে কলকাতায় চাকরি পেয়েছিলেন তিনি। তবে পুজোর আগে রবিবার গঙ্গা স্নান করে গঙ্গা জল নিয়ে বাড়ি যাবে বলে ঠিক



করেন তিনি। ভোর পাঁচটার ট্রেন ধরে হরিপাল থেকে শেওড়াফুলি আসেন। গঙ্গায় স্নান করতে নামেন। তখনই কোনওভাবে তলিয়ে যান। যুবকের তলিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে

শেওড়াফুলি ফাড়ির পুলিশ আসে গঙ্গার ঘাটে। খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে। স্পিডবোট নিয়ে এসে তল্লাশী শুরু হয়। হরিপাল থেকে যুবকের পরিবার ও গ্রামের অনেকে আসেন গঙ্গার ঘাটে। মৃতের ভাই বলেন, “ভাই গঙ্গায় স্নানে নেমেছিল। ও নিজের সঙ্গে করে ড্রাম আর ভিজে কাপড়-জামা নিয়ে এসেছিল। স্নান করবে বলে গামছা পরেই নামে। গঙ্গায় ভাটা ছিল বলে একটু দূর অবধি যেতে হয়েছিল। লাস্টের সিঁড়িতে অনেক গর্ত ছিল। প্রায় এক মানুষের উপর গর্ত। আর সেখানে পড়েই তলিয়ে যায়।”



ফেলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সম্পাদক অমিত হালদার। তারা এ কাজ করল, পুরনো শত্রুতা থেকেই এ ঘটনা কিনা তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। যদিও ক্লাবের সম্পাদক বলছেন, ক্লাবের সামনেই একটি মাঠ রয়েছে। সেই মাঠ দখলের চেষ্টা। করছে একদল যুবক। মাপজোকও শুরু হয়েছিল। ক্লাবের ছেলেরা বাধা দিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার সঙ্গে বাগ্না গুছাইত, বাপি হাজরা, প্রতাপ মিশ্র নামে বেশ কিছু যুবক জড়িত আছে বলে তাঁদের দাবি। তাদের নামে ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্ত যুবক সঞ্জয় নন্দর। তবে অভিভূতরা পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সমবায় সমিতির নির্বাচন ঘিরে ধুকুমার কাণ্ড মুর্শিদাবাদে!

পুলিশকে ধাক্কা, লাঠি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ



দুরন্ত বার্তা, দৌলতাবাদ, ২৫ মেঃ সমবায় সমিতির নির্বাচন ঘিরে একেবারে ধুকুমার কাণ্ড মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদে। কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মীদের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। মাটিতে ফেলে একে অপরকে লাথি, ক্যাম্প অফিস ভাঙচুর, সবই চলল। সংঘর্ষ থামাতে শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। কিন্তু, পুলিশের হাত থেকেও লাঠি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়। বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীকে ধাক্কা দেওয়া হয়। লাঠি নিয়ে পুলিশকে তাড়াও করা হয়। মুহূর্তেই একেবারে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়

গোটা এলাকা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। তৃণমূলকে একহাত নিয়েছে কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদের কংগ্রেস নেতা জয়ন্ত দাস বলছেন, “তৃণমূল সব সময় ক্ষমতাকে হস্তগত করতে চায়। এই উদ্বেগ উপর ভিত্তি করে ওরা চলছে। কিন্তু এটার অবসান হবে। মানুষ কড়ায় গন্ডায় সর্বটা বুঝে নেবে। যারা এগুলো করছে তারা তখন জামা পাট্টালেও হিসাব লেখা থাকবেই।” সকাল থেকেই কংগ্রেস কর্মীদের পাশাপাশি ভিড় বাততে থাকে তৃণমূল কর্মীদেরও। কংগ্রেসের দাবি, হেরে যাওয়ার ভয়েই

এসব করছে তৃণমূল। শুরুতে দু’পক্ষের মধ্যে ব্যসা, তারপর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪ জন তৃণমূল কর্মী আছেন বলে খবর। এদের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠি কাড়ার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলছেন, “পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় নির্বাচন তৃণমূলের আমলে কখনও সন্ত্রাসমুক্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। স্থানীয় দৃষ্টান্ত, পুলিশের মদতে যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয় তা ভোটারদের মধ্যে ভয় বাড়িয়ে দেয়। পুরোটাই দখলের রাজনীতি।”

নাবালিকাদের তলিয়ে যেতে দেখে জীবন বাজি কিশোরের, তবে শেষরক্ষা হয়নি, শ্রীরামপুরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ২৫ মেঃ শ্রীরামপুর সুরকি ঘাটে স্নান করতে নেমেছিলেন। সেই সময়ই তলিয়ে গেলেন তিন জন। তাদের মধ্যে দু’জন কিশোরী। একজন কিশোর বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় শ্রীরামপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ড শীতলাতলার বাসিন্দা এই তিনজনা। একজন হল নিশা রায় (১৭),অঞ্জলি মাহাতো (১২) ও

রোহন প্রসাদ (১৬)। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ রবিবার দুপুরে সুরকি ঘাটে স্নান করতে নামে। জোয়ারের টানে তলের গভীরে তলিয়ে যায়। গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ বিপর্যয় মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্পিডবোটে নামিয়ে তল্লাশী শুরু হয়। এখানে তিন কিশোর কিশোরীর খোঁজ মেলেনি। উল্লেখ্য, আজ সকালেই শেওড়াফুলি নিস্তারিণী গঙ্গার ঘাটে

স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় হরিপারের এক যুবক। ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শান্তনু গাঙ্গুলী ও রোহন প্রসাদের কথা শ্রীরাম প্রসাদ জানান, তিন নাবালিকা গঙ্গা স্নান করতে নেমেছিল। তারা জোয়ারের জলে তলিয়ে যাচ্ছে দেখেবোমেন বাঁপিয়ে পড়ে তাদের বাঁচাতে যায়। সে নিজেও তলিয়ে যায়। তিন নাবালিকার মধ্যে দুজন ডুবে যায়।

নাবালিকাকে ওষুধ খাইয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ, প্রেস্তার ‘গুণধর’ গানের মাস্টার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৫ মেঃ ‘ভালো হলে গানের গলা’, এই কথাতেই তলিয়ে অষ্টম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীকে প্রথমে ওষুধ খাইয়ে আচ্ছন্ন করা এবং তার পর ধর্ষণের অভিযোগ উঠল গানের শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই প্রেস্তার হয়েছে সেই ‘গুণধর’ শিক্ষক। তবে শুধু গানের শিক্ষক নয়, এই ঘটনায় তার দোসর ছিল গ্রামের ‘মোড়ল’ জগদীশ জানা। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত গানের শিক্ষকের নাম বনমালী বোরা। বয়স আনুমানিক ৬০ বছর। শনিবার এ ঘটনায় দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা। রবিবার ওই গানের

শিক্ষককে প্রেস্তার করে ঘাটাল আদালতে তোলা হয়। ধুরের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। তবে বিচারক তাকে ৪ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পকসো-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ধৃতের বিরুদ্ধে। এখনও পলাতক জগদীশ। পুলিশ সূত্রে খবর, অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে দীর্ঘদিন ধরেই নিজের বাড়িতে গান শেখাতেন বনমালী। অভিযোগ, ছাত্রীরা গানের গলা আরও সুস্বাে করার অছিলায় তাকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাওয়ানো হতো। তা খাওয়ার পরে ছাত্রী অচেতন্য হয়ে পড়লে তাকে ধর্ষণ করা হতো। আর ওই ওষুধ পৌঁছে দিত জগদীশ। পরিবার

সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা গত কয়েকদিন ধরেই বাড়ির কারও সঙ্গে টিকতেন। কথা বলছিল না। সেই সময়েই তাকে মামাবাড়িতে হাওয়া বদলের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। সঙ্গে ছিলেন তার মাতা। সেখানে গিয়েই মাকে গানের স্যরের কুকীর্তি নিয়ে অভিযোগ করে নাবালিকা। শনিবার নাবালিকার পরিবারের তরফে দাসপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবারই অভিযুক্ত গানের শিক্ষককে প্রেস্তার করেছে পুলিশ। খোঁজ করা হচ্ছে জগদীশের জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “মারাত্মক অভিযোগ। অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতাও খুঁজে পেয়েছি আমরা।”

জমি নিয়ে ঝামেলার জেরে ভয়াবহ ঘটনা ধূপগুড়িতে



দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ২৫ মেঃ জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বাড়ির খড়ের

গাদায় আগুন দেওয়ার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। নষ্ট করা হল

‘১০ হাজার টাকা তৃণমূলকে দিয়েছি’, ভোটার কার্ড হাতে পেয়ে বলছেন ‘বাংলাদেশি’

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৫ মেঃ তৃণমূলকে নাকি দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তারপরই নাম উঠে গিয়েছে ভোটার লিস্টে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করল বাংলাদেশ থেকে কাকদ্বীপে এসে বসবাসকারী একটি পরিবার। অনুপ্রাণিত রূপেই সীমান্তে যখন কড়া প্রহরা চলছে, সেই সময় এই বক্তব্য নিতান্তই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে শুধু এই পরিবার নয়, খোদ কাকদ্বীপের তৃণমূল বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরাও অভিযোগ করলেন একাধিক প্রশাসনিক কর্তারা এই বেআইনি কাজ করার পিছনে রয়েছে বড়সড় চক্র। তিনি বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে এরা এখানে আসে। আর কিছু দালাল চক্র আর কাকদ্বীপের এসডিও, বিডিও অফিসের কর্মীরা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই বেআইনী কাজ করে গিয়েছে। এর পিছনে রয়েছে বড়সড় চক্র। তিনি বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে এরা এখানে আসে। আর কিছু দালাল চক্র আর কাকদ্বীপের এসডিও, বিডিও অফিসের লোকজন এই অনিয়ম করেছেন। তাদের প্রশাসন খুঁজে বের করুক। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই বেআইনী কাজ করছে।” তাঁর আরও দাবি, কাকদ্বীপের তিনটি পঞ্চায়েত

তাও নির্দেশ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই ইস্যুতেই বিস্ফোরক দাবি করে বসলেন মন্টুরাম। সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তেপ গেলে ফের একবার সবর হয়েছেন কাকদ্বীপের তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, কাকদ্বীপের এসডিও, বিডিও অফিসের লোকজন এই অনিয়ম করেছেন। তাদের প্রশাসন খুঁজে বের করুক। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই বেআইনী কাজ করছে।” তাঁর আরও দাবি, কাকদ্বীপের তিনটি পঞ্চায়েত

এলাকায় অব্াভাবিক হারে ভোটের বৃদ্ধি পাওয়ার মূলেই এই অসাধু চক্র। মন্টুরাম পাখিয়ার অভিযোগ, নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করলে কয়েকজনে বিপর্যয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সমীক্ষাও শুরু হয়েছে। আর তারপরই দেখা গেল কাকদ্বীপের রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভোটাররা টাকা দিয়ে নাম তোলার কথা স্বীকার করলেন। এরা মূলত বাংলাদেশ থেকে আসা। এদের আধারকার্ড, রেশনকার্ড থাকলেও ভোটার নন অনেকেই। তাঁরা বলছেন, টাকা দিতে পারিনি বলে তালিকায় নাম ওঠেনি। অনেকেই টাকা দিয়ে নাম তুলেছে। ভোটার সূজন সরকার বলেন, “আমরা পর্যটন-তরীশ্বর বছর এখানে আছি। জন্ম সার্টিফিকেট নেই। তবে আধার

মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রায় ৬ হাজার ভোটারের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করলে কয়েকজনে বিপর্যয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সমীক্ষাও শুরু হয়েছে। আর তারপরই দেখা গেল কাকদ্বীপের রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রতাপাদিত্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভোটাররা টাকা দিয়ে নাম তোলার কথা স্বীকার করলেন। এরা মূলত বাংলাদেশ থেকে আসা। এদের আধারকার্ড, রেশনকার্ড থাকলেও ভোটার নন অনেকেই। তাঁরা বলছেন, টাকা দিতে পারিনি বলে তালিকায় নাম ওঠেনি। অনেকেই টাকা দিয়ে নাম তুলেছে। ভোটার সূজন সরকার বলেন, “আমরা পর্যটন-তরীশ্বর বছর এখানে আছি। জন্ম সার্টিফিকেট নেই। তবে আধার

আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, মে ২৫ঃ আজ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এক বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়েছিল যার মূল লক্ষ্য রাজ্যের গ্রামীণ ডাক্তারদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে স্বাস্থ্য পরিসেবাকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করা। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রাণ্ড থেকে আসা নিবেদিতপ্রাণ গ্রামীণ ডাক্তাররা অংশ নিয়েছিলেন যারা বছরের পর বছর ধরে অল্প পরিসরে সীমিত দামগ্রী নিয়ে মানুষের সেবা করে চলেছেন নিঃশব্দে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যেখানে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে মাটির কাছের মানুষ, যারা দিনের পর দিন প্রাথমিক চিকিৎসার হাত ধরে একটি বড় অংশের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল-এইসব গ্রামীণ ডাক্তারদের এক ছাতার নিচে এনে তাঁদের অভিজ্ঞতা শোনা এবং তাঁদের সঙ্গে মিলে ভবিষ্যতের জন্য একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলা। অনুষ্ঠানের মূল বিষয়বস্তু ছিল প্রাথমিক চিকিৎসার মানোন্নয়ন, রেকর্ডের ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা, টেলি-মেডিসিনের মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগের সুবিধা, সামাজিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর উপায় এবং গ্রামীণ ডাক্তারদের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট জানিয়েছেন, “আজকের দিনে স্বাস্থ্য পরিষেবা শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রীক থাকলে চলবে না। আমাদের প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হল পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পৌঁছে দেওয়া। এই জন্য আমাদের পাশে দরকার সেই মানুষগুলোকে, যারা ইতিমধ্যেই সেসব জায়গায় নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।” অনুষ্ঠানে অবশ্য নিতে আসা এক গ্রামীণ ডাক্তারবাবু জানান, “বছরের পর বছর ধরে আমরা চেষ্টা করে যাছি, কিন্তু বস্ত্রপাতি, ট্রেনিং আর সহযোগিতার অভাবে অনেক সময় আমরা পিছিয়ে পড়ি। যদি এই উদ্যোগ সচিৎ বাস্তবায়িত হয়, তাহলে গ্রামের মানুষ আরও ভাল পরিষেবা পাবে এবং বড় রোগের ক্ষেত্রে দ্রুত রেফার করা সম্ভব হবে।” এই কনসার্ট শুধু একদিনের অনুষ্ঠান নয়, এটি একটি বৃহত্তর উদ্যোগের সূচনা। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের অনলাইন ও অফলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজিত হবে, যাতে গ্রামীণ ডাক্তাররা চিকিৎসার আধুনিক ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। এছাড়াও পরিকল্পনা রয়েছে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য শিবির, গ্রামের মানুষদেরকে আরও সচেতন করলে। এর ফলে যেমন গ্রামের মানুষ পাবেন আরও ভালো চিকিৎসা, এর মাধ্যমে সম্ভব হবে একটিই লক্ষ্য-‘পেসেন্ট রাজোই থাকবে, উন্নত পরিষেবায় সুস্থ হবে’।

সরফরাজকে বিশেষ পরামর্শ গাভাসকরের, বললেন ‘দরজা ভেঙে ফেলো’

মুম্বই, ২৫ মেঃ সমালোচকরা বলছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে এখন ‘গম্ভীর যুগ’ চলছে। ইংল্যান্ড সফরের জন্য যে দল ঘোষণা করা হয়েছে, তা আদতে গৌতম গম্ভীরেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। আর তাতে ভাল মিলিয়েছেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকর। এদিকে ইংল্যান্ড সফরে নিজেকে প্রমাণ করতে মরিয়া ছিলেন মুম্বইয়ের মিডল অর্ডার ব্যাটার সরফরাজ। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠাত ভারী শরীর ও ফিটনেস নিয়ে। তবে ইংল্যান্ড সফরকে সামনে রেখে নিজের ফিটনেস উন্নত করতে ১০ কেজি ওজনও কমিয়েছিলেন সরফরাজ। তবুও দলে জায়গা পেলেন না তিনি। আসলে অনেকেই মনে করেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে বৃদ্ধি বুড়ি রান করা সরফরাজকে বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে। এই নিয়ে সবব হয়ে সুনীল গাভাসকর বলেছিলেন, আর কত রান করলে ও সুযোগ পাবে। এবারও সরফরাজের হয়ে ব্যাট ধরেনে সানি। দিলেন বিশেষ পরামর্শও। আসলে ভারতীয় ক্রিকেট এক নতুন যুগে ঢুকে গিয়েছে। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর অধিনায়ক হয়েছেন শুভমান গিল এবং সহ-অধিনায়ক ধ্বজ পন্থ। দলে ফিরেছেন কর্ণণ নায়ার ও সহি সুদর্শন। তবে সরফরাজের দলে জায়গা না হওয়ায় অনেকেই মনে করছেন, এটি তাঁর প্রতি অন্যায়। ভারতের কিংবদন্তি ওপেনার তথা প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর এ বিষয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সানি বলেছেন, “এটা খুবই কঠিন। তবে ক্রিকেট এমনই। যখন আপনি সুযোগ পাবেন, তখন জায়গাটা নিজের করে নিতে হয়। এমনকি যদি সেধুরিও করেন, তাহলে পরের ইনিংসে আপনি এটা ভেবে নামতে পারবেন না যে আমার ইনিংসে আপনি সেধুরি করেছিলেন। মনোযোগটা ক্রিকেটে দিয়ে আবারও রান করতে নেমে যেতে হবে। অন্য কক্ষে আপনাদের জায়গা নেওয়ার সুযোগটাও দেওয়া যাবে না।” সরফরাজের প্রতি গাভাসকরের পরামর্শ, “নিজের জায়গাটা নিজেকেই করে নিতে হবে। দরজায় কড়া নাড়তে হবে। প্রয়োজনে দরজাটা ভেঙেও ফেলতে হবে।” তবে টেস্টে দশ হাজারি রানবের প্রথম সদস্য গাভাসকর এটাও স্বীকার করেছেন যে, এটা ছিল কঠিন সিদ্ধান্ত। কারণ অস্ট্রেলিয়া সফরের পর আর কোনও বল বলের ম্যাচ খেলেননি সরফরাজ। প্রবাদপ্রতিম ব্যাটার বলেন, “আমি মনে করি সিদ্ধান্তটা খুবই কঠিন ছিল। কারণ অস্ট্রেলিয়া সফরের পর আর সে লাল বলের ক্রিকেট খেলেনি। হ্যাঁ, রঞ্জি ট্রফি ছিল। কিন্তু সরফরাজ চোটের জন্য রঞ্জি খেলতে পারেনি। সে কারণেই কিনা সেটা দেখানোর সুযোগটাও পায়নি।”

‘বিরাট আগ্রাসী, রোহিত শান্ত, দুজনের থেকেই শিখেছি’ অধিনায়কের কুর্সিতে বসে ‘বিনয়ী’ শুভমান

মুম্বই, ২৫ মেঃ মিউজিক্যাল চেয়ার শুরু হয়েছিল সেদিন, যেদিন রোহিত শর্মা লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানান। শুধু অধিনায়কত্ব নন, অবসর নিলেন টেস্ট থেকে।

অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হল শুভমান গিলকে। কিন্তু সেই নির্বাচন বা ঘোষণা যে বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়, সেটা গত ২৪ ঘণ্টায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। লাল বলের ক্রিকেটে খুব

প্রাথমিকভাবে শুভমানের নেতৃত্ব পাওয়া নিয়ে নির্বাচকদের মধ্য থেকেও বিরোধিতার সুর শোনা যাচ্ছিল। দল ঘোষণার পর যা দ্বিগুণিত হয়েছে। বিশেষ করে

যদিও বছর পাঁচিশের শুভমান আপাতত ফুরক্কে। এই সুযোগকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন। বলছেন, “যখন ছোট ছিলাম, তখন ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি ক্রিকেটারেরা আমায় প্রভাবিত করেছেন। তাদের অনেকের সঙ্গে খেলেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে করি।” এরপরই ‘রো-কো’ জুটির তুলনা টেনে গিলের ব্যাখ্যা, “বিরাট ভাই, রোহিত ভাই দুজনের তাঁদের স্টাইলের হিসেবে আলাদা। কিন্তু তাঁদের একটাই লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে দেখা আমার প্রেরণা দিয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে আমার জিততে চাই। কৌশল আলাদা হতেই পারে। তাঁরা দুজনেও আলাদাই। আমার নিজস্বের হিসেবে এক-ও।”

কোথায় আলাদা? শুভমানের যুক্তি, “বিরাট ভাই সবসময় ভীষণ আক্রমণাত্মক। সামনে দাঁড়িয়ে খিঁদে আর প্যাশ নিয়ে নেতৃত্ব দিতে চান। অন্যদিকে রোহিত ভাইও আগ্রাসী। কিন্তু সেটা ওর হাবভাব বা আচরণে ধরা পড়ে না। রোহিত অধিনায়ক হিসেবে মাঠে আক্রমণাত্মক। কিন্তু রণকৌশল বাছাইয়ে শান্ত। খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলতেন। কার কাছ থেকে কী চান সাফ সাফ বুঝিয়ে দিতেন। এই গুণাগুণ আমি দুজনের থেকে শিখেছি।”



কে হবেন পরবর্তী নেতা, কাকে ‘মুখ’ করে এগতে চাইছে ভারতীয় বোর্ড—এই নিয়ে জল্পনা, গুঞ্জন চলছিল। অবশেষে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশের অনুমানকে সত্যি প্রমাণ করে টেস্ট টিমের নতুন

একটা অভিজ্ঞতা নেই গিলের। নেমেছেন মাত্র ৬২ টেস্টে। করেছেন ১৮৯৩ রান। সেধুরি পাঁচটি। হাফ সেধুরি সাতটি। ঘরের মাঠে যদি বা রান করেছেন, বিদেশের মাটিতে রেকর্ড আরও খারাপ। তাই

রোহিতের জায়গায় তাঁকে বসানো হল, সেটাও বিরাটের অবসরগ্রহণের আবহে—গোটা বিষয়টি অনেকেই ভালভাবে নেননি। বিশেষজ্ঞেরা এখনও অস্বস্তিতে রয়েছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা সতর্ক করে দিচ্ছেন।

বার্সেলোনাকে স্তব্ধ করে ১৮ বছর পর আর্সেনালের শিরোপা জয়

লিসবন, ২৫ মেঃ হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপায় চোখ রেখে গতকাল রাতে আর্সেনালের মুখোমুখি হয়েছিল বার্সেলোনার মেয়েরা। টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সাকে এই ম্যাচেও ধরা হচ্ছিল ফেবারিট। কিন্তু ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের স্তব্ধ করে দিয়েছে আর্সেনাল। লিসবনের ফাইনালে আর্সেনালের মেয়েদের জয় ১-০ গোলে। এই জয়ে ১৮ বছর পর প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান ট্রফি জিতল আর্সেনাল। ৭৪ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন বদলি নামা স্টিভান ব্লাকস্টেনিয়ুস। ম্যাচের শুরু থেকেই আর্সেনালের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে বার্সা। ম্যাচজুড়ে আক্রমণ ও বল দখল, দুদিক থেকেই আর্সেনালের চেয়ে বেশ এগিয়ে ছিল কাতালান ক্লাবটি। ৬৮ শতাংশ বলের দখল রেখে বার্সা শট নেয় ২০টি, যার ৫টি লক্ষ্যে থাকলেও কোনোটিই গোল রূপান্তরিত হয়নি। এদিন ফাইনাল খাড়ে বার্সার তেমন কোনো

আগ্রাসনই দেখা যায়নি। আইতানা বোনমতি, ইউয়া পাজর এবং অ্যালেক্সিয়া পুতোসাসের এই বৃহত্তাই মূলত ভূগিয়েছে বার্সাকে।



অন্যদিকে আর্সেনাল ৬২ শতাংশ বলের দখল রেখে ৮ শটের ৩টি লক্ষ্যে রাখে এবং ১টি গোলও আদায় করে নেয়। ব্লাকস্টেনিয়ুসের করা গোলটিই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ৭৪ মিনিটে স্রোতের বিপরীতে আক্রমণে গিয়ে

বল্লের ভেতর বল বাডান বেথ মিড। সেই বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নির্মূল ফিনিশিংয়ে গোল করেন সুইডিশ ফরোয়ার্ড ব্লাকস্টেনিয়ুস। পিছিয়ে

ম্যাচের পর ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে ফাইনালেও উঠতে পারেনি তারা। কিন্তু ১৮ বছর পর দ্বিতীয়বার ফাইনালে উঠেই বাজিমাত করল গানাররা। ইংল্যান্ডের ক্লাবগুলোর মধ্যে আর্সেনাল দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সৌরব অর্জন করলেও আর কোনো দল শিরোপা জিততে পারেনি। অন্যদের মধ্যে চেলসি ২০২১ সালে ফাইনালে খেলে হেরে যায় বার্সেলোনার কাছে। এই হারের মধ্য দিয়ে বার্সার মেয়েরাও যেন পুরুষ দলের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। বার্সার ছেলেদের মতো মেয়েরাও লিগ শিরোপা জিতেছে, কিন্তু হাতছাড়া করেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ ট্রফি। এর আগে ছেলেদের মতো মেয়েরাও রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে জিতেছিল স্প্যানিশ সুপার কাপ। তবে ছেলেরা কোপা দেল রে ফাইনালে জিতলেও মেয়েরা এখনো সেই ফাইনাল খেলার অপেক্ষায় আছে। আগামী ৭ জুন কপা ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদে মুখোমুখি হবে তারা।

ছয় গোলের রোমাঞ্চে মের্সি-ম্যাজিক আর শেষ সময়ে মায়ামির রক্ষা

লিওনেল মের্সি জাদু তখনও পর্যন্ত তেমনটা দেখা যায়নি। ৮৭তম মিনিটে ফ্রি-কিক পেল ইন্টার মায়ামি। বল্লের বাইরে থেকে গোলকিপারের ডান দিকে মাথা শট নিলেন লিওনেল মের্সি। গোলকিপার অনেকটা ডানে চেপে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই প্রান্তেই। কিন্তু বলে হাত ছোঁয়ালেও ঠেকাতে পারলেন না। ধারাবাহিকতার বললেন, ‘হোয়াট আ স্ট্রাইক... মের্সি-ম্যাজিক...!’

পেনসিলভেনিয়া, ২৫ মেঃ ইন্টার মায়ামি তখনও পিছিয়ে এক গোলে। ধারাবাহিকতার তখনই যোগ করলেন, ‘নড়েচড়ে বসুন... পাগলাটে একটা সমাপ্তির অপেক্ষায় ম্যাচ।’ সত্যিই হলো তেমনটিই। মের্সির গোলের পরও আক্রমণের স্রোত বইয়ে দিল ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন। কিন্তু মের্সির কাছ থেকে বল পেয়েই দুর্দান্ত এক গোল করলেন অ্যালেক্স সেগোভিয়া। নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষে যোগ করা হয়েছিল ৫ মিনিট। এবপরে পঞ্চম মিনিটেই সেগোভিয়ার ওই গোলে সমতা ফেরাল ইন্টার মায়ামি। ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের সঙ্গে উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচটি ড্র হলো ৩-৩ গোলে। মেজর লিগ সকারে বাংলাদেশ সময় রবিবার সকালের ম্যাচটিতে ৬৭ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রাখে মায়ামি। তবে স্রেক ৩৩ শতাংশ সময় বল নিয়ন্ত্রণে রেখেও ফিলাডেলফিয়ার আক্রমণ ছিল বেশি ক্ষুরধার, ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল তারা মায়ামির রক্ষণভাগ। গোলে ১৭টি শট নেয় তারা, এর সাতটি ছিল লক্ষ্যে। মায়ামির গোলকিপার অস্কার উস্তারি চারটি সেভ করে রক্ষা করেন দলকে। ঘরের মাঠে ফিলাডেলফিয়া এগিয়ে যায় সপ্তম মিনিটেই। কই ওয়াগনার কর্নার থেকে আলতো করে বল দেন ছুটে আসা কুইন সালিভানকে। বল্লের ডান কোনো থেকে দুর্দান্ত শটে বল জালে জড়ান ২১ বছর বয়সী উইলার। সালিভান যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তরুণ ফুটবলারদের একজন তিনি। দেশটির অনূর্ব-২০ দলে খেলেছেন এর মধ্যেই। দিন তিনেক আগেই

তাকে জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডেকেছেন কোচ মাউরিসিও পচেস্তিনো, তুবস্ক ও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য। মায়ামি প্রথম সম্ভাবনা জাগায় ৩৩তম মিনিটে। লুইস সুরাবেজের ডামির পর বল্লের বাইরে থেকে



প্রতিপক্ষের একজনের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে পড়ে। শট নেন মের্সি। তবে তা আটকে দেন ফিলাডেলফিয়ার গোলকিপার অ্যান্ড্রু রিক। পরের সময়টায় একের পর এক আক্রমণ চালায় ফিলাডেলফিয়া। কর্নার থেকে ন্যাথান হ্যারিয়েলের হেড দারুণ দক্ষতায় ফেরান মায়ামির গোলকিপার উস্তারি। ৪২তম মিনিটে

দিয়ে শট নিয়ে বল জালে পাঠান ফিলাডেলফিয়ার ফরোয়ার্ড তাই বারিবো। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ধার বাডায় মায়ামি। একটি গোল ফিরিয়ে দিতে পারে তারা ৬০তম মিনিটে। নোয়াহ অ্যালেনের মাথা ক্রসে হেড থেকে গোল করেন তাদেও আইয়েদে। দুই মাস পর গোলের দেখা পেলেন আর্জেন্টাইন

এই উইলার। ৭০ তম মিনিটে হেড করে বল জালে পাঠান মায়ামির সেগোভিয়া। তবে অফসাইডের সন্দেহে দেন রেফারি। দুই মিনিট পর আবার দুই গোলের ব্যবধান গড়ে ফিলাডেলফিয়া। খুব কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে দ্বিতীয় গোলের দেখা পান বারিবো। যদিও তার গোলাট অফসাইড ছিল কি না, এই প্রশ্ন তোলা যায়। ধারাবাহিকতার বলছিলেন, ‘টাইট কল।’ এর মিনিট দুয়েক পর খুব কাছ থেকে ডানলি জ্যাকসের শট পা দিয়ে কোনারকমে ঠেকান উস্তারি। ৮৭তম মিনিটে মের্সির সেই ফ্রি-কিক থেকে গোল। পরের মিনিটেই আবার ব্যবধান বাড়তে পারত ফিলাডেলফিয়া। জ্যাকসের পাস থেকে গোলপোস্টের একদম কোনো থেকে শট নেন বারিবো। কিন্তু দারুণভাবে পা দিয়ে ঠেকিয়ে ইসরাইলের ফরোয়ার্ডকে হ্যাটট্রিক করতে দেননি মায়ামির গোলকিপার উস্তারি। ৯৪তম মিনিটে ফিলাডেলফিয়ার ইয়াডান লুকচের শট উস্তারির হাত ঘুঁরে গোলবারে লেগে বাইরে চলে যায়। এর পরপরই মায়ামির সমতায় ফেরা সেই গোল। মের্সির আলতো করে বল দেন সেগোভিয়াকে। মূল কুতিত্ব ভেনেজুয়েলার এই মিডফিল্ডারের। বল্লের মাথা থেকে দারুণ শটে গোল করেন ২২ বছর বয়সী ফুটবলার। ওই গোলেই গত আট ম্যাচের মধ্যে ১৪ গোলজ্য থেকে রক্ষা পায় মায়ামি। যার মধ্যে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় ছয়েই থাকলেন মের্সিরা। ১৫ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া।



আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে দিন দিন সম্পৃক্ত হচ্ছেন বিরাট কোহলি। অনুস্ব শর্মা তাঁর জীবনে আসার পর তিনি বেশি আধ্যাত্মিকতায় বিলীন হয়েছেন। এ কথা কোহলি নিজেই অতীতে জানিয়েছেন। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর বিরাট কোহলি পৌঁছে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। সঙ্গে ছিলেন অনুস্ব শর্মা। বিরুদ্ধ জুটি পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে। এ বার আইপিএলের প্লে অফের আগে বিরাট কোহলি ও অনুস্ব শর্মা পৌঁছে পেলেন অযোধ্যায়। সেখানে তাঁরা রাম মন্দির ও হনুমান গড়ি মন্দিরে পূজা দিয়েছেন। সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের শোয়ার করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ডক্তিরের হাতজোড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন বিরাট কোহলি ও অনুস্ব শর্মা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে

বিরাট কোহলি ও অনুস্ব শর্মার রাম মন্দির ও হনুমান গড়ি মন্দিরে পূজা দেওয়ার ছবি ও ভিডিও। তেমনই এক ভিডিওতে দেখা যায়, বিরাট ও অনুস্ব শর্মা পূজা দেওয়া হলে সেখানকার পুরোহিত তাঁদের গলায় মালা পরিয়ে দেন। শুধু গলাতে মালাই নয়, বিরাট কোহলি ও অনুস্ব শর্মার কপালে পূজার পর তিলক কেটে দেন পুরোহিত। পরে তাঁদের হাতে বজরবলীর একটি মূর্তি তুলে দেন মন্দিরের দুই পূজারী। পুরোহিত সঞ্জয় দাস বলেন, “বিরাট কোহলি ও অনুস্ব শর্মা জি খার্মিক ব্যক্তি। সমাজে তাঁদের সুনাম ছড়িয়ে রয়েছে। পুরো বিশ্ব তাঁদের চেনে। ভগবান শ্রী রামের পাশাপাশি ভগবান হনুমানজির আশীর্বাদও নিয়েছেন তাঁরা। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে অল্প চর্চা হয়েছে।”

মায়ামির মিডফিল্ডে দেখা যেতে পারে মের্সি-মদরিচ জুটি

ক্রোয়াতিয়া, ২৫ মেঃ রিয়াল মাদ্রিদে লুকা মদরিচের আরও এক মরসুম থাকার গুঞ্জন ছিল। মদরিচ নিজেই নাকি আরও এক মরসুম থেকে তারপর রিয়াল ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রোয়াট কিংবদন্তির সেই চাওয়া পূরণ হচ্ছে না। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ শেষেই রিয়াল মাদ্রিদকে বিদায় জানানোর কথা আগেই জানিয়েছেন মদরিচ। রিয়াল ছাড়ার ঘোষণা করলেও এখনই অবশ্য অবসর নিচ্ছেন না মদরিচ। খেলা চালিয়ে যেতে চান আরও কিছুদিন। তবে ৩৯ পেরোনো মদরিচের ইউরোপে খেলার সম্ভাবনা কম। এরই মধ্যে জোর গুঞ্জন রিয়াল ছেড়ে মদরিচ ইন্টার মায়ামিতে যেতে পারেন, যেখানে তিনি জুটি বান্দবেন লিওনেল মের্সির সঙ্গে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্টিভো জানিয়েছে, গত বছর থেকেই মদরিচকে দলে টানার বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন ইন্টার মায়ামির মালিক পায়ে এক বছরের, যা শেষ হবে ২০২৬ সালের জুলাইয়ে।

সংবাদমাধ্যমটির তথ্য অনুযায়ী, মায়ামির সঙ্গে মদরিচের চুক্তির মূল্য হবে বছরে ২৫ লাখ ডলার। আরও তীব্র হলো। মদরিচ যোগ দিলে সন্দেহাতীতভাবেই শক্তিশালী হবে মায়ামির মিডফিল্ড। পাশাপাশি মের্সির সঙ্গে মাঝমাঠে তাঁর জুটিও



হবে দেখার মতো। এই পরিস্থিতিতে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৩০ জুন রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি শেষের পর ফ্রি এজেন্ট হিসেবে মায়ামিতে যোগ দিতে পারেন মদরিচ। প্রাথমিকভাবে মায়ামির সঙ্গে মদরিচের চুক্তি হতে পারে এক বছরের, যা শেষ হবে ২০২৬ সালের জুলাইয়ে।

আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন করবে। বিশ্বকাপ সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সম্পর্কে আগাম ধারণা পেতে মদরিচ মায়ামিতে যোগ দেন কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • ষষ্ঠ সংখ্যা • ১ মে ২০২৫

মানসিক চাপ থেকে মুক্তি

- “মন ভালো তো সব ভালো, স্ট্রেস কে বলুন বিদায়”
- রোবোটিক সার্জারি-ই হ'ল প্রতিস্থাপনের আদর্শ সার্জারি
- ডিম্বাশয়ের ক্যানসার
- ক্যানসার চিকিৎসা এবং আধুনিক রেডিওথেরাপি
- মহিলা এবং ক্যানসার - কিছু সতর্কতা
- রেডি়াল অ্যাপ্রোপ্লাস্টি
- অপ্রাপ্তবয়স্কদের জীবনে মানসিকচাপ
- মানসিকচাপ
- মানসিকচাপ থেকে মুক্তি
- একাকীত্ব ও মানসিক চাপ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন